সৃজনপুরের সৃজনগাথা

সৃজনপুরের সৃজনগাথা

প্রকাশকঃ **AHEAD Initiatives**
৩২/৬ গড়িয়াহাট রোড সাউথ,
কলকাতা- ৭০০০৩১, পশ্চিমবঙ্গ
☎+৯১ ৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯
e-mail: ahead@aheadinitiatives.in
Website: www.aheadinitiatives.in

AHEAD Initiatives

সৃজনপুরের সৃজনগাথা

আগামীর স্বার্থে...

“গ্রামের ছেলে-মেয়েদের আপনি শুধু শিক্ষাই দেননি মাস্টারমশাই, মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্নও দেখিয়েছিলেন”- বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় এক শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে এই আঁকুতি মন্তব্য গ্রামেরই অতি সাধারণ এক মহিলার। কারণ অখ্যাত সেই গ্রামের প্রায় ভগ্নপ্রায় এক স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, গ্রামবাসী এমনকি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে শিক্ষার এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন ওই শিক্ষক। নিরলস পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর নিজের আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি সকলকে বোঝাতে পেরেছিলেন জীবনে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য জীবন থেকেই স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা লাভ করা কতটা প্রয়োজন। কল্পনার ডানায় ভর করে যে শিক্ষকের গল্প এখানে বলা হল, আজ আরও বেশি করে তেমন শিক্ষকদের অপেক্ষায় রয়েছে আমাদের সমাজ। কারণ আজকের শিক্ষা বড়ই যেন শহরকেন্দ্রীক, পাঠ্যসূচি নির্ভর। এরফলে তা আজ এক মহীরূহে পরিণত হয়েছে একথা নিশ্চিত, মাটির উপর যার বিস্তার হয়েছে বহুগুণ তবে মাটির নীচে তার বিস্তার বড়ই কম, সেভাবে অনুভূত হয় না শিঁকড়ের টান।

এই প্রেক্ষাপটেও আগামীর স্বার্থে যদি মেনে নেওয়া যায় যে, আদর্শ শিক্ষা মানে আলো, মুক্ত চেতনার মজবুত ভিত তবে আজকের এই অতি যান্ত্রিকতা, বিপনণ সর্বস্ব ও অসহিষ্ণুতার অস্থির সময়ে দাড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, তেমন শিক্ষার বীজ বপণ করবে কে, কে নেবে আগামীর দায়িত্ব? কে হবে মানুষ গড়ার আদর্শ কারিগর? যার দেওয়া শিক্ষা হবে মুক্ত, আধুনিক তবে অতি যান্ত্রিকতা বা বিপনণ সর্বস্ব নয়, উদার ও সহিষ্ণু। যেখানে শিক্ষায় থাকবে না কোনও ভয়, দ্বিধা বা যন্ত্রণা, থাকবে শুধুই শেখার অনাবিল আনন্দ, নতুনকে জানার অসীম এক ক্ষুধা। বই পড়ার পাশাপাশি প্রকৃতির মাঝে থেকে ছোট ছোট শিশুরা জানবে তাদের চারপাশকে। হাতে-কলমের এই আদর্শ শিক্ষা হবে আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান নির্ভর। এমনই সব ‘নিয়ম ভাঙার’ বলিষ্ঠ এক ইচ্ছে ডানায় ভর করে, আমাদের এই প্রয়াস, ‘সৃজনপুরের সৃজনগাথা’।

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

সৃজন পুর
জুনিয়ার হাই-স্কুল

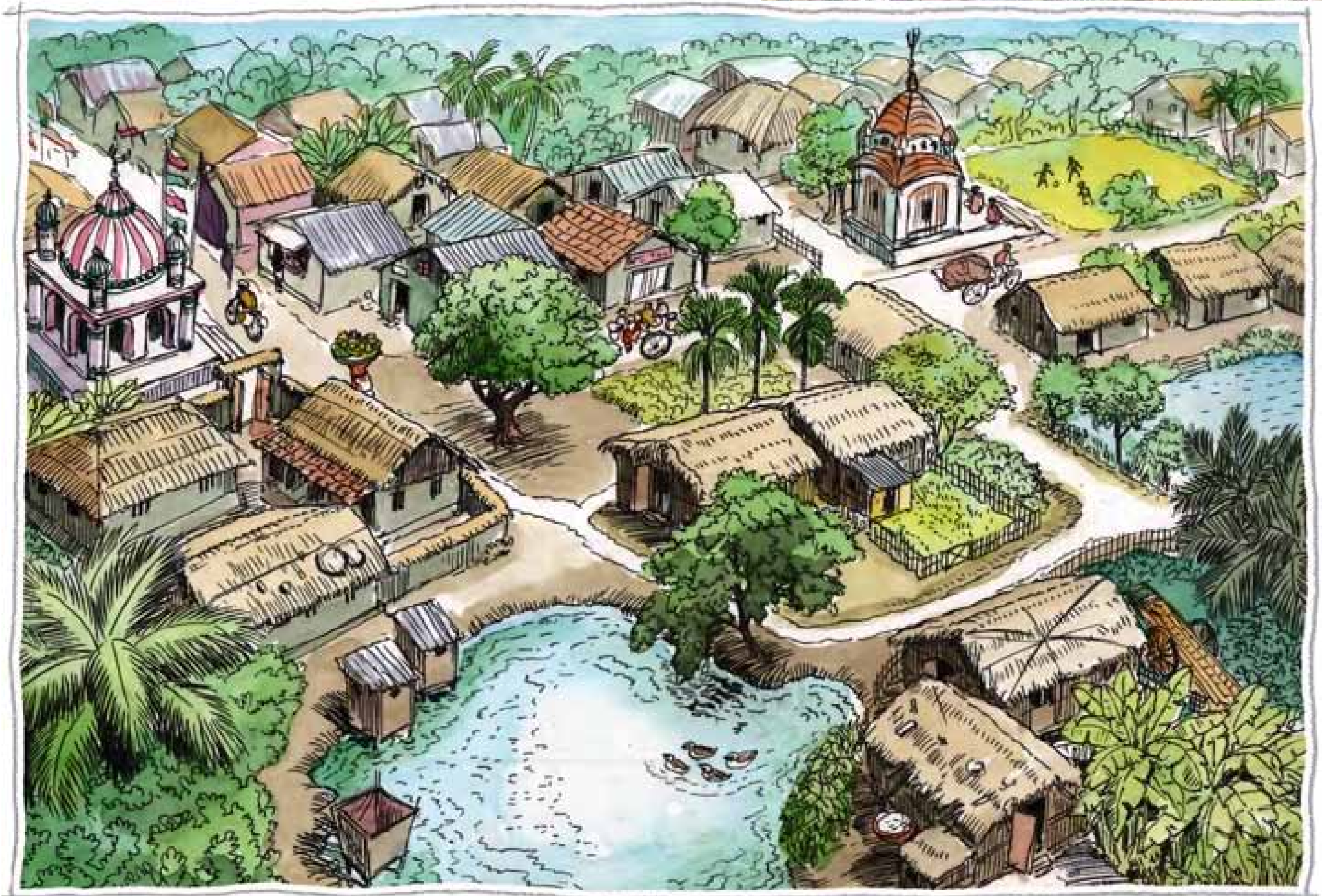

শহর থেকে অনেক দূরে
এক অখ্যাত গ্রাম, নাম
তার সৃজনপুর। পিছিয়ে
পড়া গ্রাম হলেও নামটার
মধ্যেই ভেসে ওঠে সৃষ্টির
এক অনন্য ছবি।

প্রকৃতিও যেন অপরূপ
এক শোভায় সাজিয়ে
তুলেছে এই গ্রামটাকে।

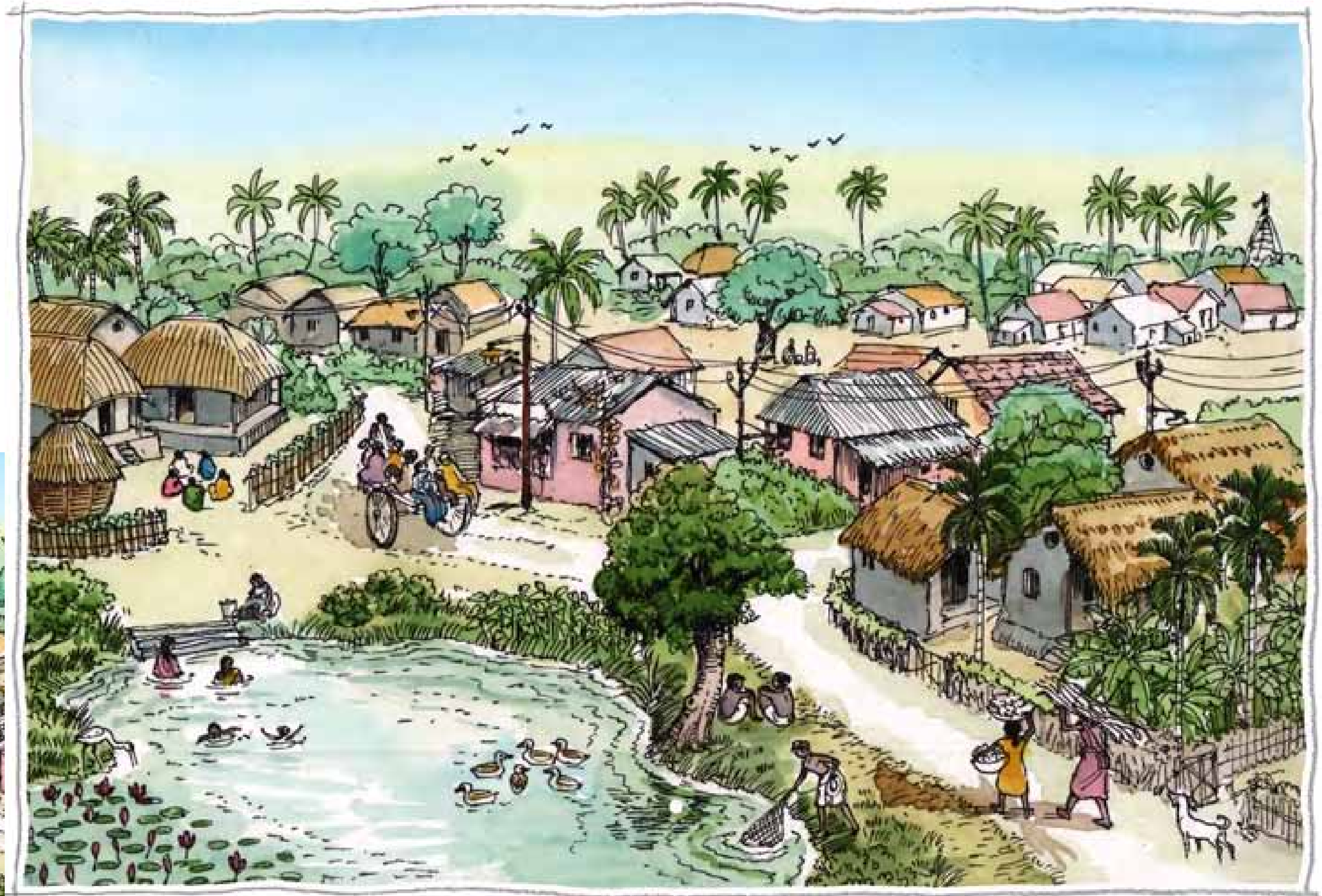

এই গ্রামে একটিমাত্র জুনিয়র হাইস্কুল, প্রকৃতির মাঝে যা বড় বেমানান হয়ে কোনও রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। সদ্য এস.এস.সি. পাশ করে গণ্ড গ্রামের এই স্কুলে এসেই চমকে উঠলেন আদর্শবাবু– “একি, এটা স্কুল, না অন্যকিছু ?”

ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসার কোনও প্রয়োজনই বোধ করে না। কিছু ছেলেমেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছে। মাস্টারমশাইরা নীরস পাঠদান করাতে করাতে ক্লান্ত হয়ে স্কুল বারান্দায় হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। প্রাণহীন মরা গাছের মতো যেন টিকে আছে স্কুলটা।

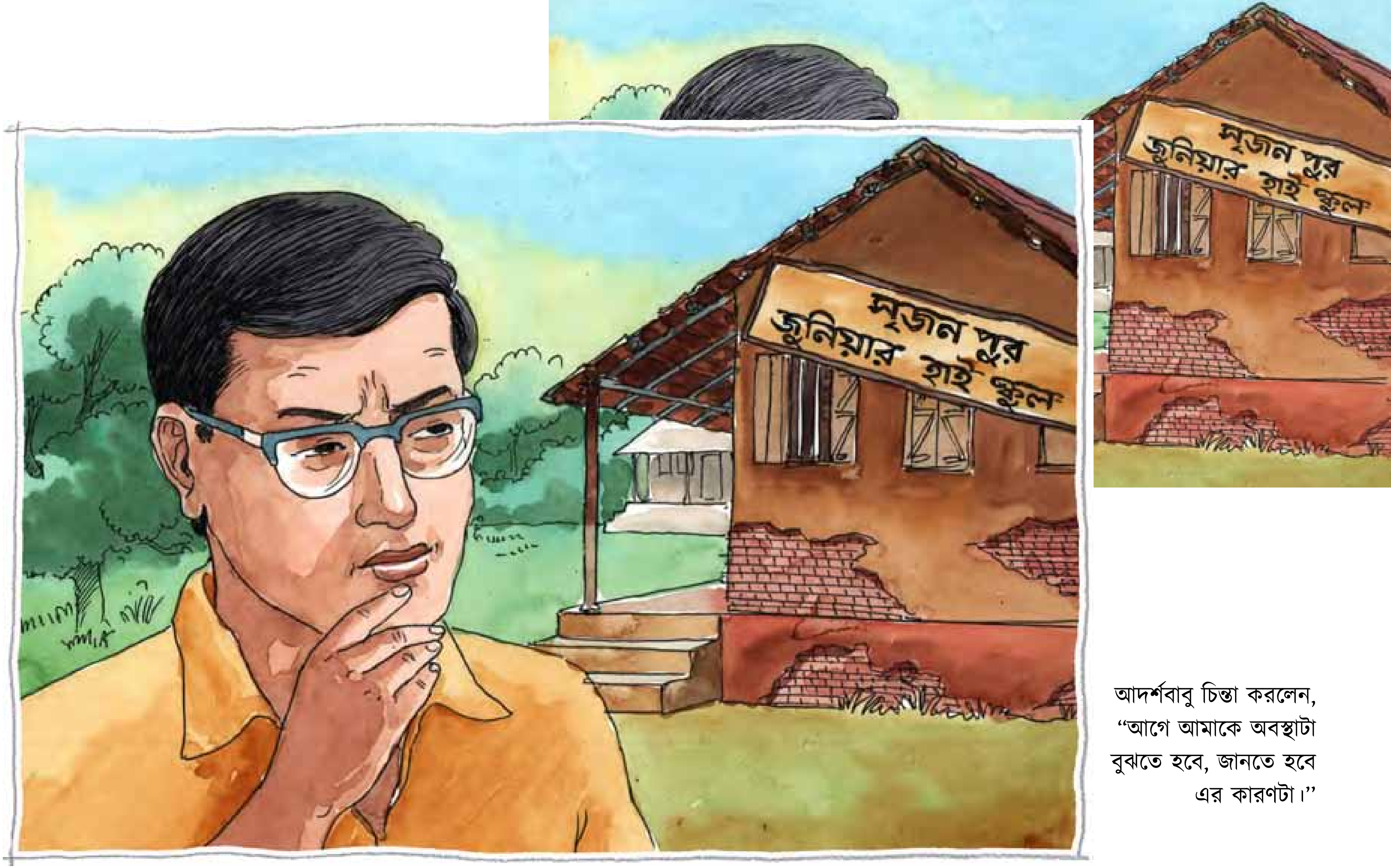

আদর্শবাবু চিন্তা করলেন, "আগে আমাকে অবস্থাটা বুঝতে হবে, জানতে হবে এর কারণটা।"

পরদিন স্কুলে এসে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে করতে আদর্শবাবু বললেন, "গ্রামের ছেলেমেয়েদের জীবনটাকে শুধু বইয়ের মধ্যে আটকে না রেখে গ্রামের বাস্তব জীবনযাপনের চাহিদার সঙ্গে মেলানো যায় না?"

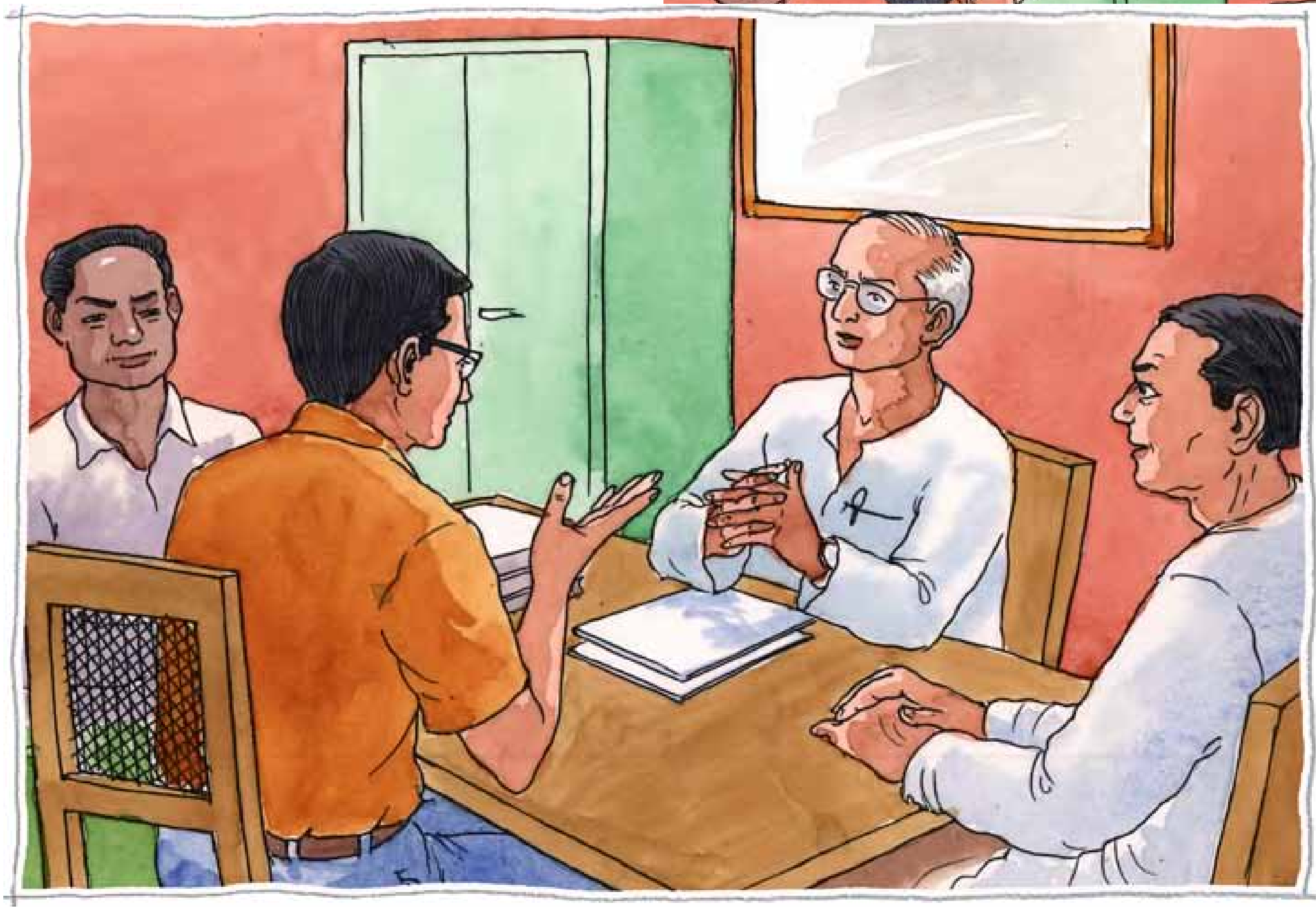

হেডমাস্টারমশাই অবাক
হয়ে বললেন, "এভাবে
কেন ভাবতে চাইছেন?"

আদর্শবাবু বললেন,
"আমরা সিলেবাসের যে
সব বিষয় নিয়ে গ্রামের
ছেলেমেয়েদের পড়াই
আপনার কি মনে হয় না,
তার বেশির ভাগটাই
শহরকেন্দ্রীক?"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, “ঠিক, কিন্তু কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে? আর সেটা করতে হবে সরকারি সিলেবাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে। আপনাকে অনুরোধ, গ্রামের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্কের ভাঙা সেতুটাকে নতুন করে গড়ে তুলুন, এই স্কুল আপনাকে সারা জীবন মনে রাখবে।”

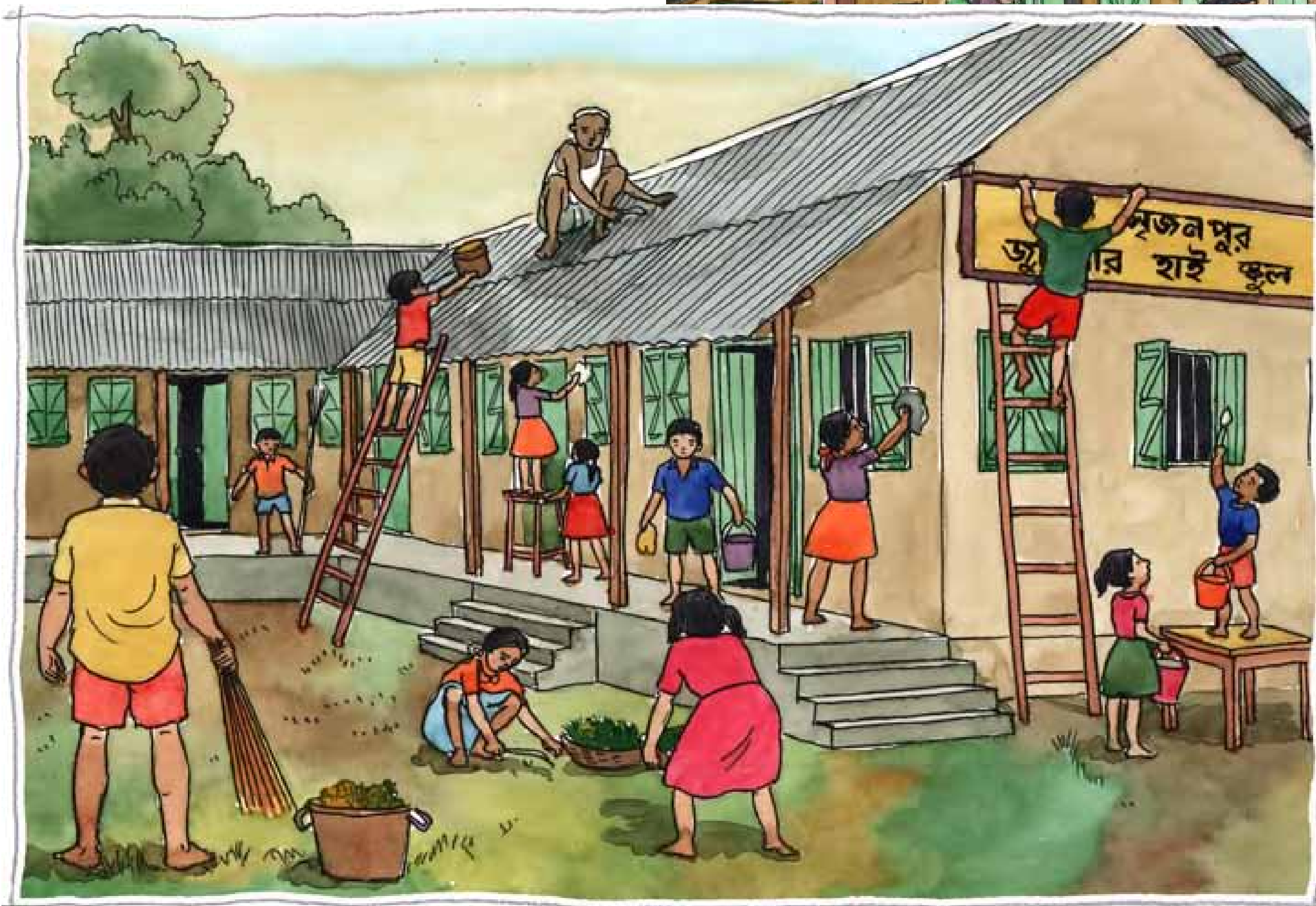

প্রকৃতির রূপ যেমন পাল্টায়, তেমনই এই তরুণ মাস্টারমশাইয়ের আগমনে স্কুলটাও একটু একটু করে পাল্টাতে শুরু করল।

অনেক স্বপ্ন, ভাবনা নিয়ে
এই গণ্ড গ্রামের স্কুলটাকে
বেছে নিয়েছেন
আদর্শবাবু।

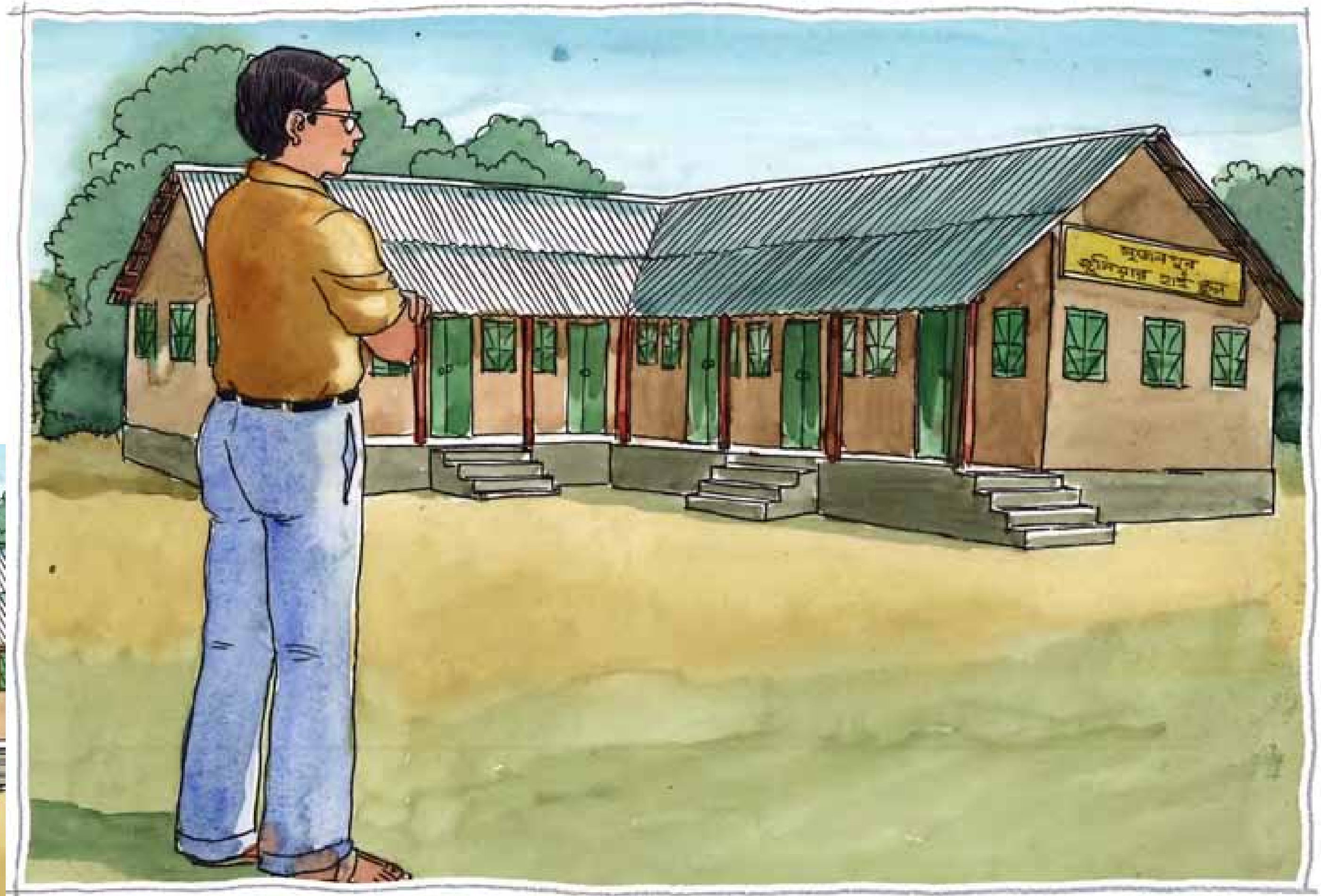

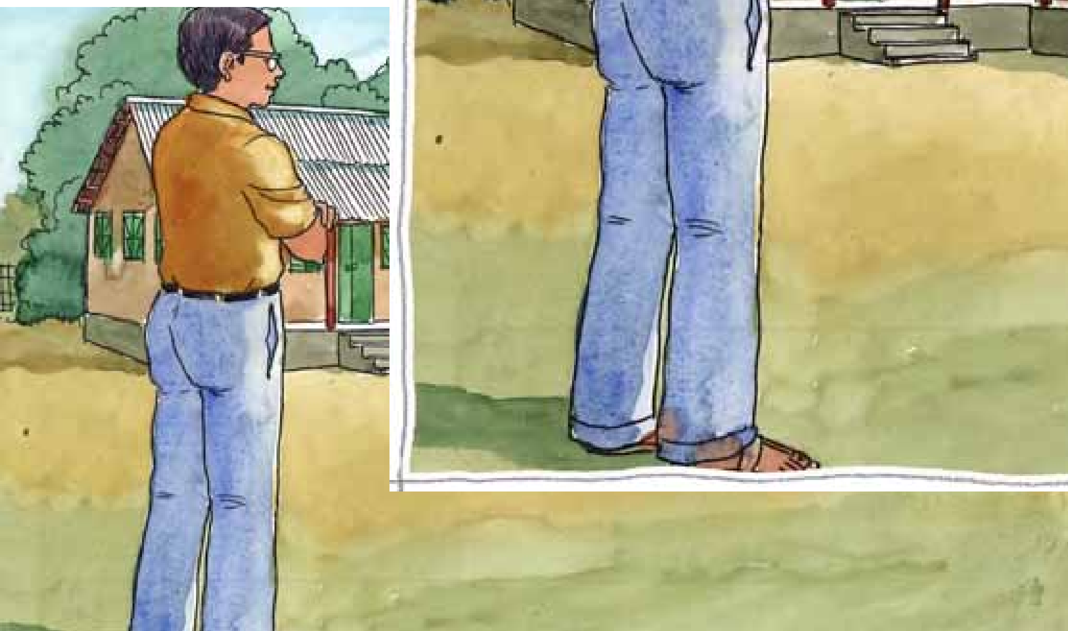

স্বপ্নের ফেরিওয়ালার মতো
নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত
করতে প্রথমেই তিনি
পঞ্চায়েতে গিয়ে প্রধান,
কর্মচারী ও বাকি
সদস্যদের নিয়ে
আলোচনা করেন,
কীভাবে যৌথ উদ্যোগে
গ্রামের প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকে
সিলেবাসের সঙ্গে যুক্ত
করা যায়।

স্কুল ছুটির পর একদিন গ্রামে ঘুরতে বেরোন আদর্শবাবু। ঘুরতে ঘুরতে নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলেন গ্রামের কিছু মানুষের সঙ্গে। মর্মাহত হন গ্রামের হতশ্রী চেহারা দেখে। ভাবলেন, “গ্রামের চেহারাই যদি এই হয়, তাহলে স্কুলের এই অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক।”

গ্রামে ঘুরে আদর্শবাবুর মনে হল, গ্রামের মানুষের সঙ্গে বসে স্কুলে গ্রামীণ উপযোগী শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার।

সেইমতো দিন ঠিক করে বসলেন আলোচনায়। বিস্তৃতভাবে বললেন, পরিবার ও গ্রামবাসীদের কী দায়িত্ব। এই মিটিং-এ যারা ছিলেন তারা সকলেই স্কুলের জন্য সবরকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

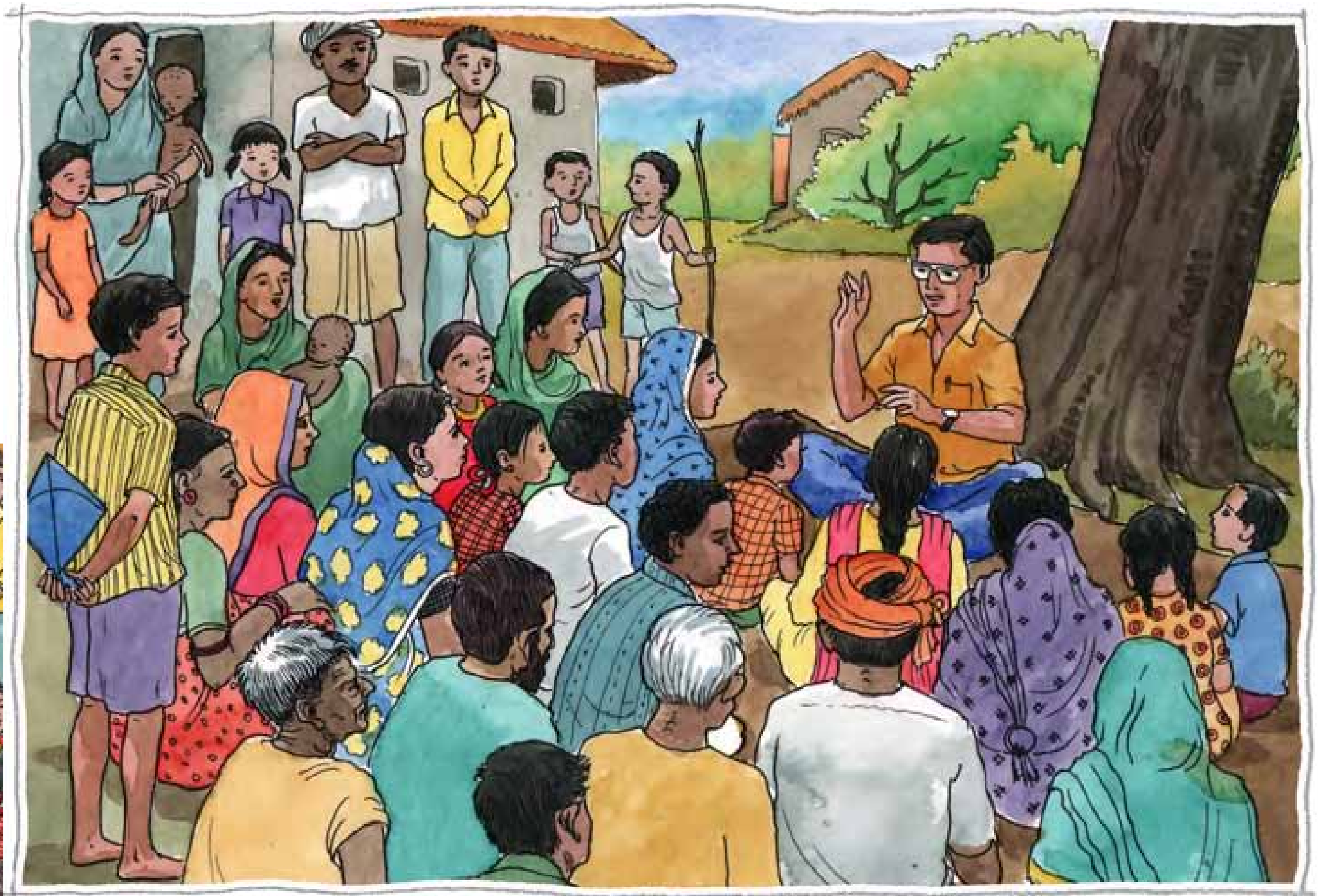

এরমধ্যে এক ঘটনা ঘটে। মিটিং-এ না আসা গ্রামবাসীদের কয়েকজন স্কুলে এসে চড়াও হন। আদর্শবাবুকে বললেন, “শুনলাম আপনি নাকি হাতে-কলমে কী সব শেখাবেন ? তাহলে কি আমাদের ছেলেমেয়েরা চিরকাল চাষা হয়েই থাকবে ?”

সব শুনে বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলেন, “বাবা-মার আশা, স্কুলে পড়ে ছেলেমেয়েরা শহরে চাকরি পাবে, উজ্জ্বল করবে মুখ। মনে রাখবেন, সবাই চাকরি পাবে না। কী হবে তাদের? আবার শিখল না গ্রামে জীবনধারণের উপযুক্ত দক্ষতাও। তবে উপায়, বেকার জীবনের বোঝা বয়ে চলা।”

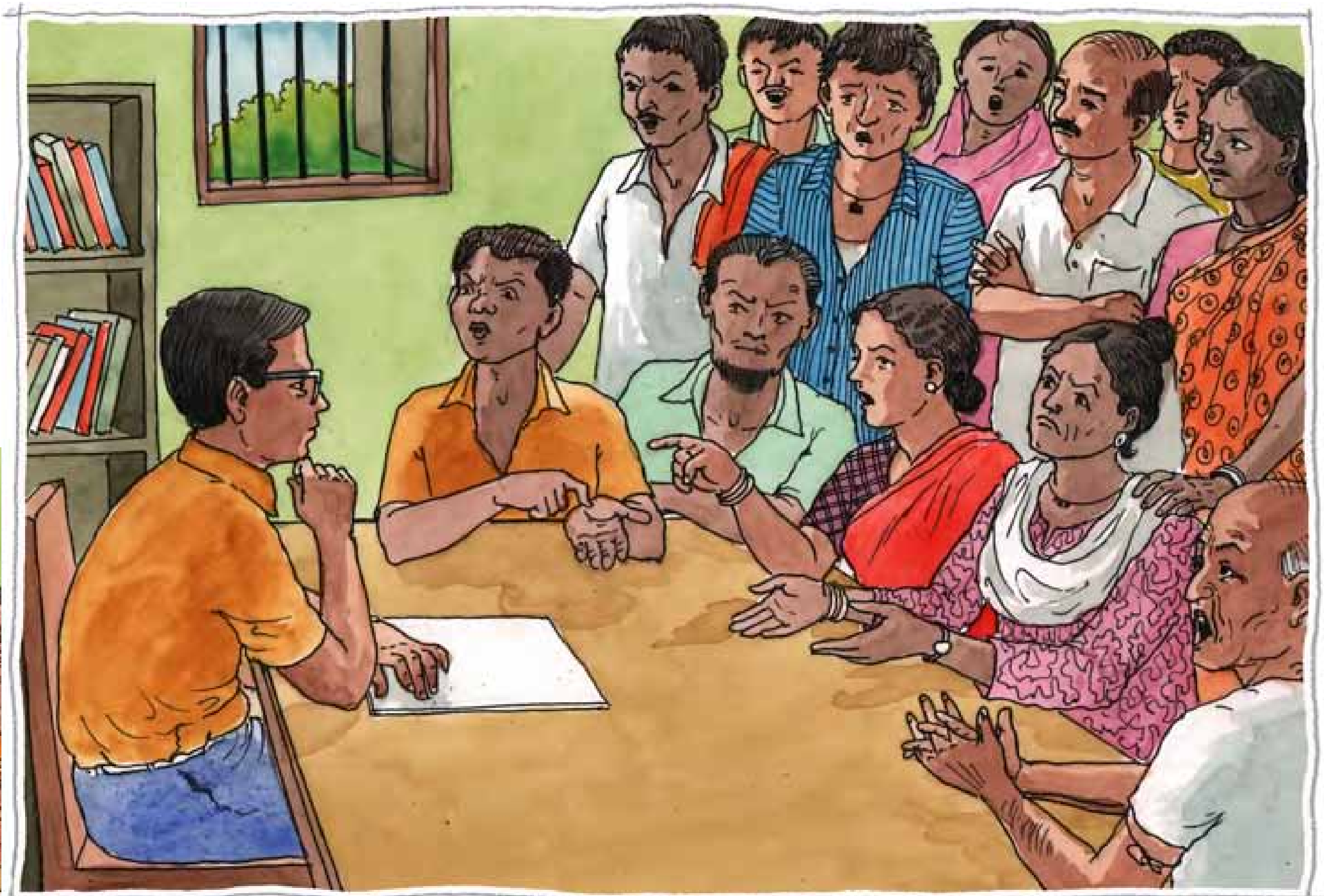

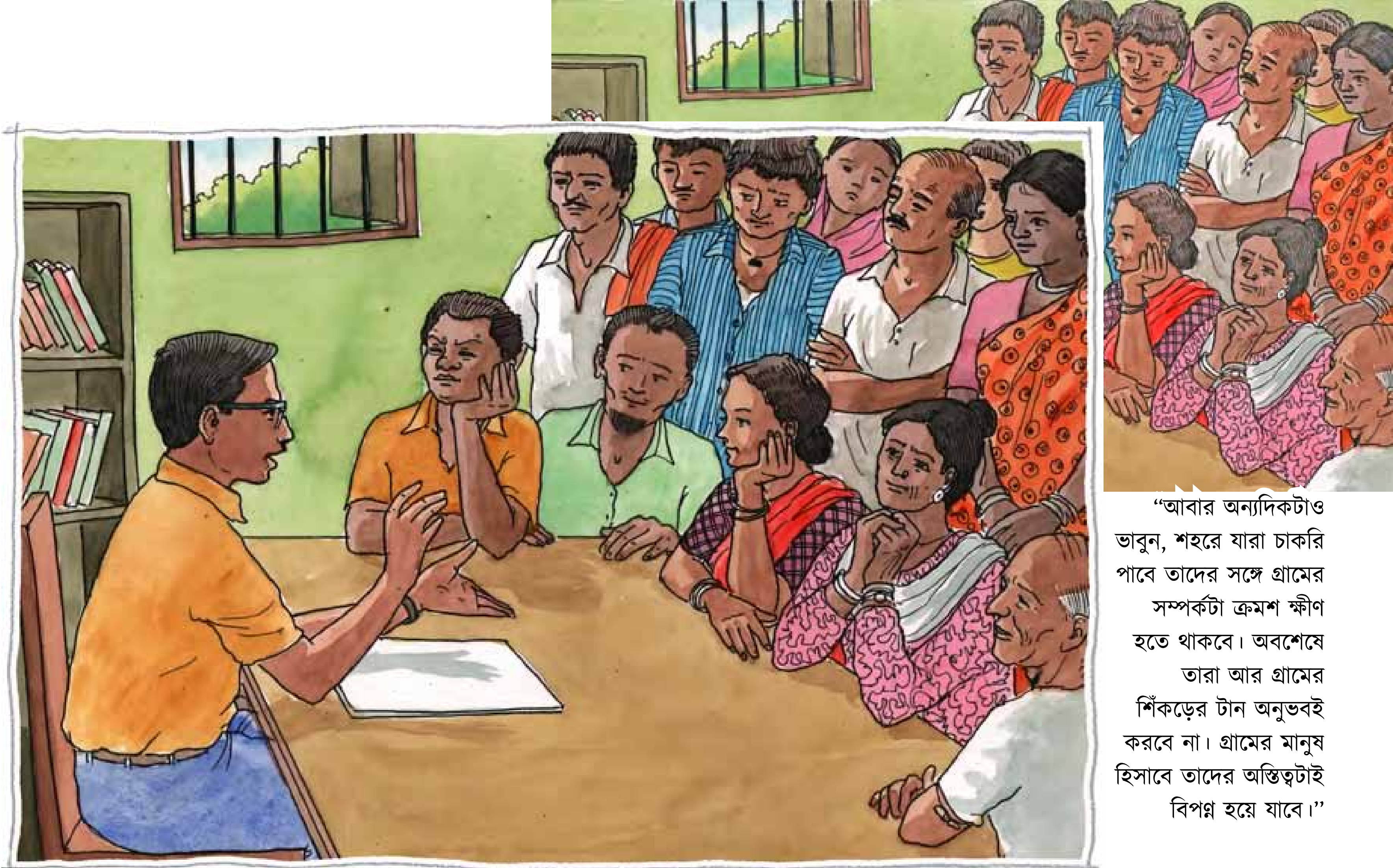

"আবার অন্যদিকটাও ভাবুন, শহরে যারা চাকরি পাবে তাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কটা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকবে। অবশেষে তারা আর গ্রামের শিঁকড়ের টান অনুভবই করবে না। গ্রামের মানুষ হিসাবে তাদের অস্তিত্বটাই বিপণ্ন হয়ে যাবে।"

আদর্শবাবুর কথা শুনে তাদের ভুল ভাঙল। তারা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, “এই স্কুলের জন্য আমরা যদি কোনও সাহায্য করতে পারি তাহলে আমাদেরই মঙ্গল, তার সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও মঙ্গল হবে – এই সার কথাটা আমরা বুঝতে পেরেছি।”

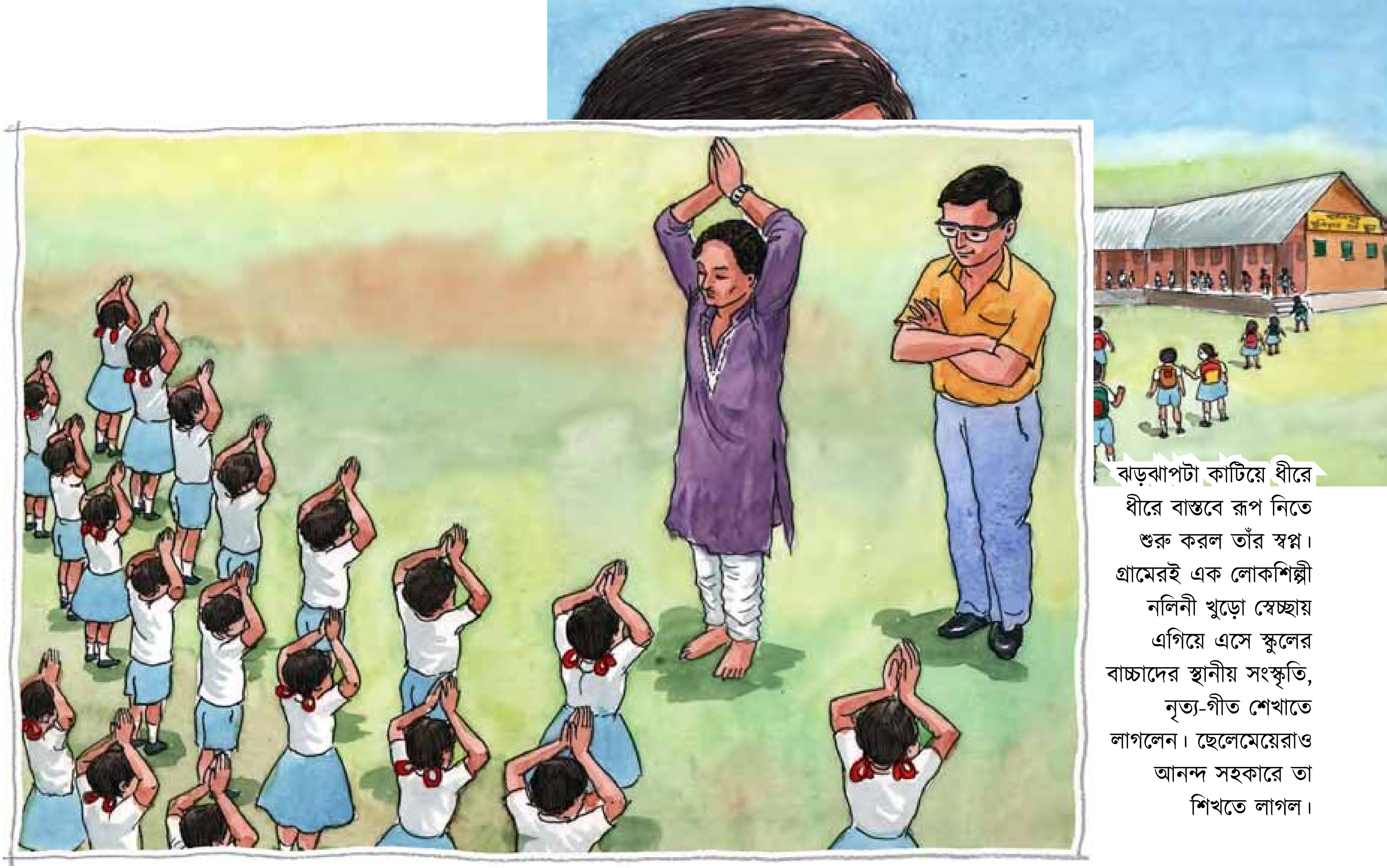

ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করল তাঁর স্বপ্ন। গ্রামেরই এক লোকশিল্পী নলিনী খুড়ো স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে স্কুলের বাচ্চাদের স্থানীয় সংস্কৃতি, নৃত্য-গীত শেখাতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরাও আনন্দ সহকারে তা শিখতে লাগল।

একদিন আদর্শবাবু সব ছাত্রছাত্রীদের ডাকলেন। সবাই হৈহৈ করে এসে জড়ো হল স্কুলের মাঠে। আদর্শবাবু লক্ষ্য করলেন, ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে এক অনাবিল আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছে।

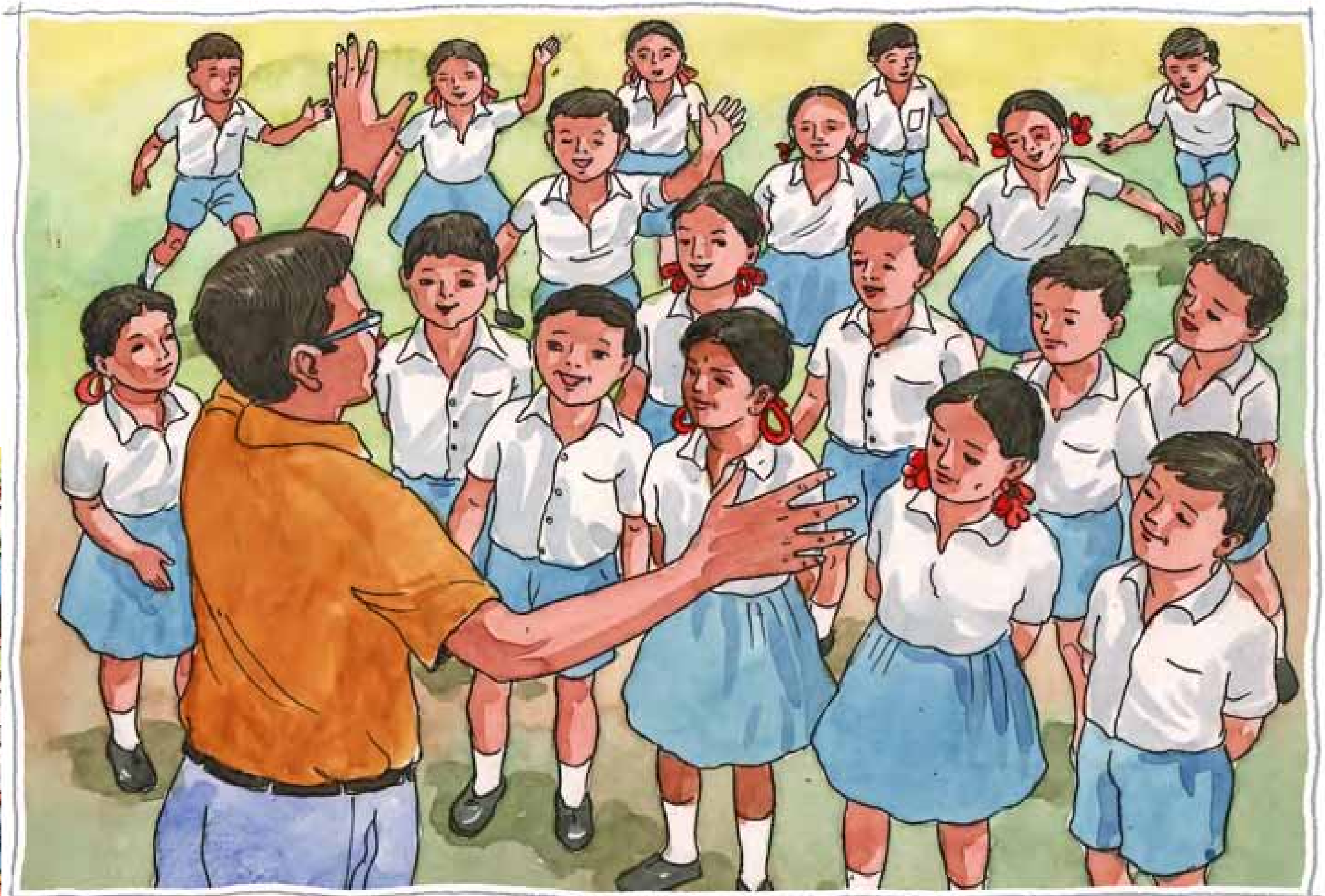

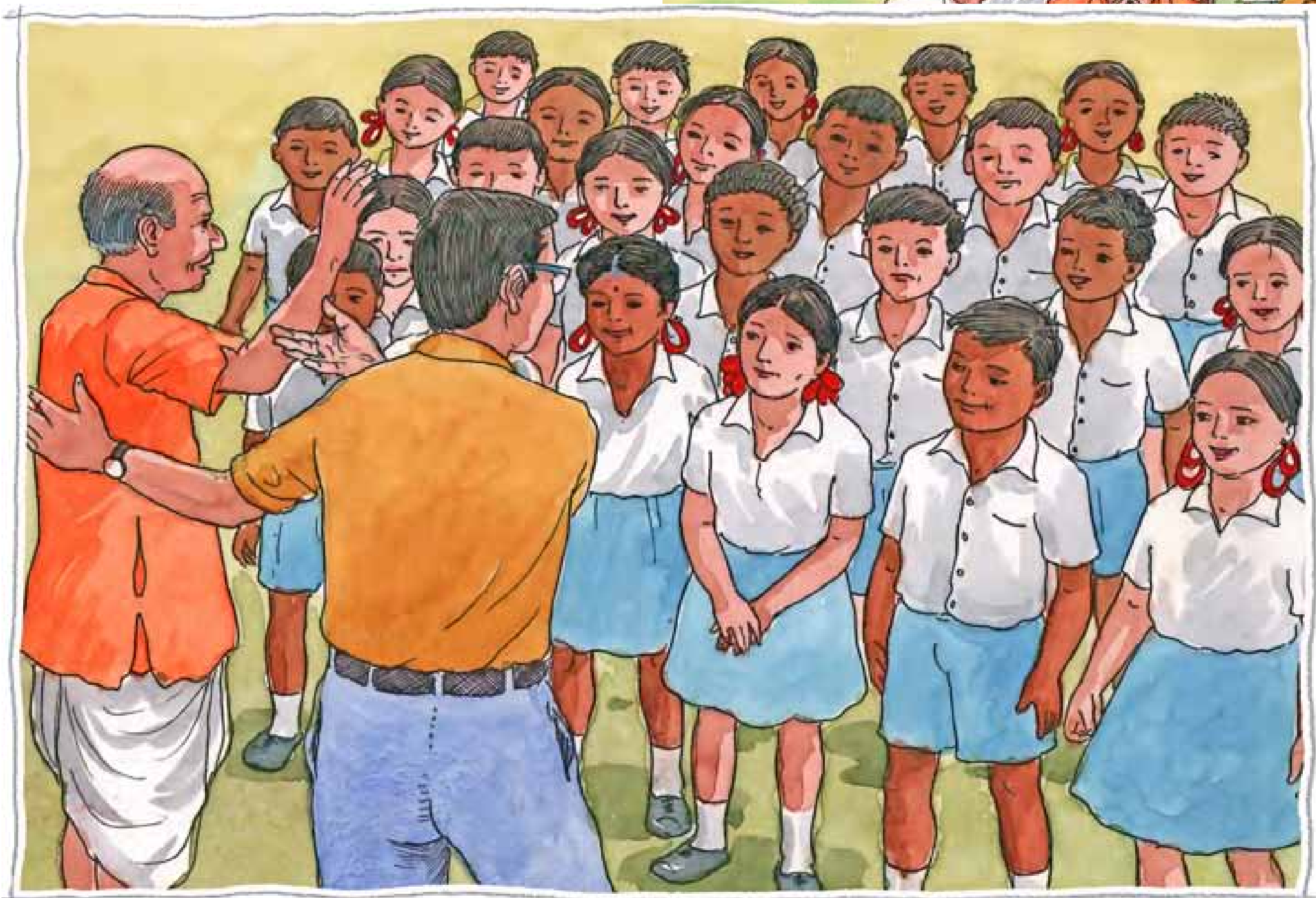

“আজ তোমাদের নতুন
মাস্টারমশায়ের সঙ্গে
পরিচয় করাব।”
ছাত্রছাত্রীরা বলল, “খুব
ভাল, খুব মজা হবে”।
এগিয়ে এলেন গ্রামের
এক অভিজ্ঞ কৃষক।
আদর্শবাবু বললেন, “উনি
কৃষিকাজের মাস্টারমশাই,
উনি তোমাদের চাষের
কাজ শেখাবেন।”

ছাত্রছাত্রীদের একজন বলল, " মাস্টারমশাই! উনি তো গ্রামের তারিণী জেঠু, নদীর ধারে পাশের মাঠে চাষ করেন"। তারিণীবাবু বলেন, "ঠিক, তোমরা তো ওই মাঠের পাশ দিয়েই স্কুলে আসো।" ছাত্রছাত্রীরা হৈহৈ করে বলে, "আজ তুমি আমাদের মাস্টারমশাই।"

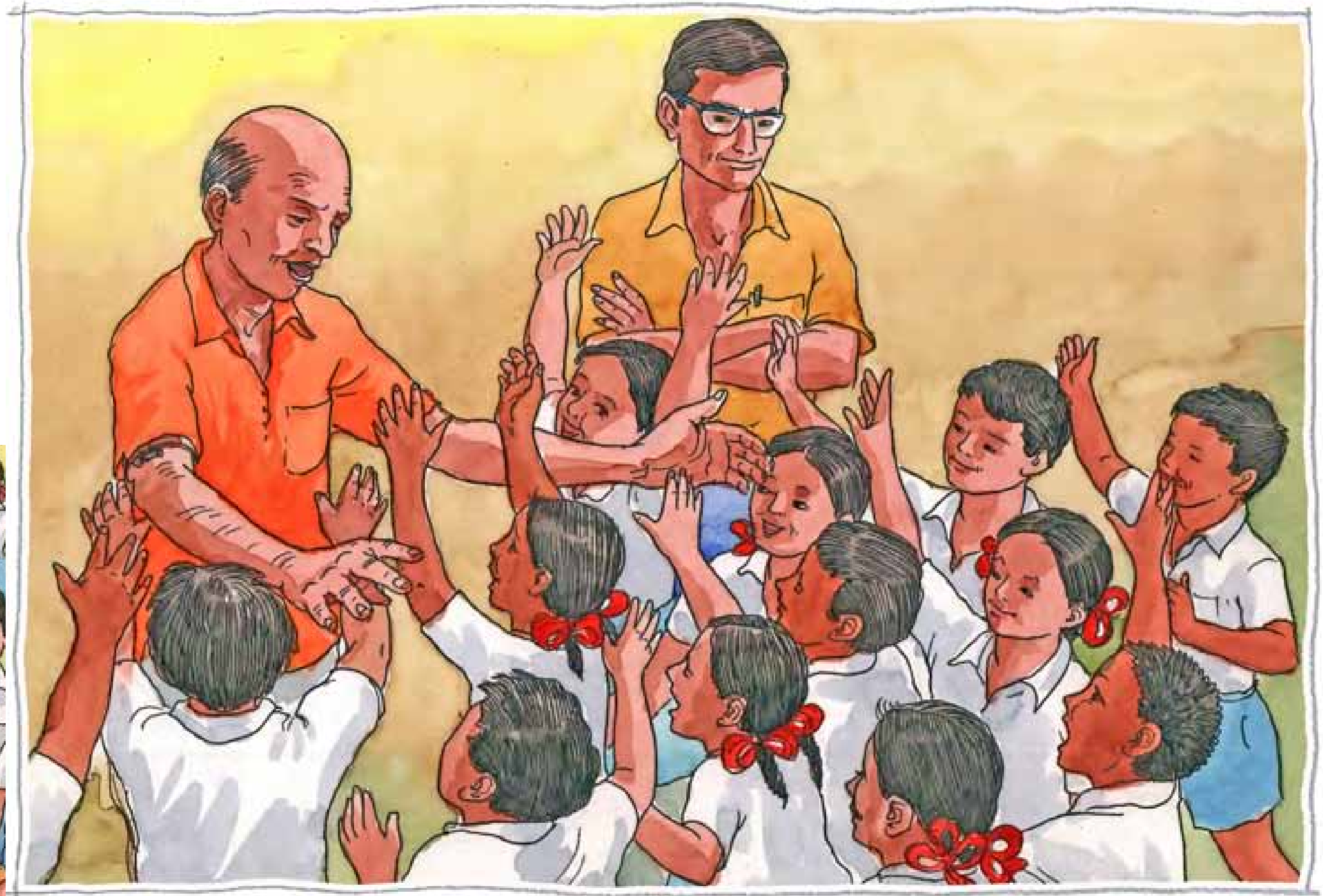

তারিণী জেঠু বিনয়ের সঙ্গে বলেন, “নাগো না, আমি মাস্টার-টাস্টার নই, আমি ক্ষেতে কাজ করি। কৃষিকাজ আমার প্রাণের আদরের ধণ। পঞ্চায়েত প্রধান আমাকে বললেন, আর স্কুলটাতো আমাদের গ্রামেরই, ওখানে তো আমাদের ছেলেমেয়েরাই পড়ে, তাই আসলাম।”

আদর্শবাবু বললেন, “ওনার কাছে আজ তোমরা শিখবে কেমন করে সবজি বাগান করতে হয়। তোমাদের সঙ্গে আজকে উনি সময়টা কাটাতে এসেছেন।” তারপর কৃষিকাজের মাস্টারমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, “এবার তাহলে আপনি আপনার কাজ শুরু করে দিন।”

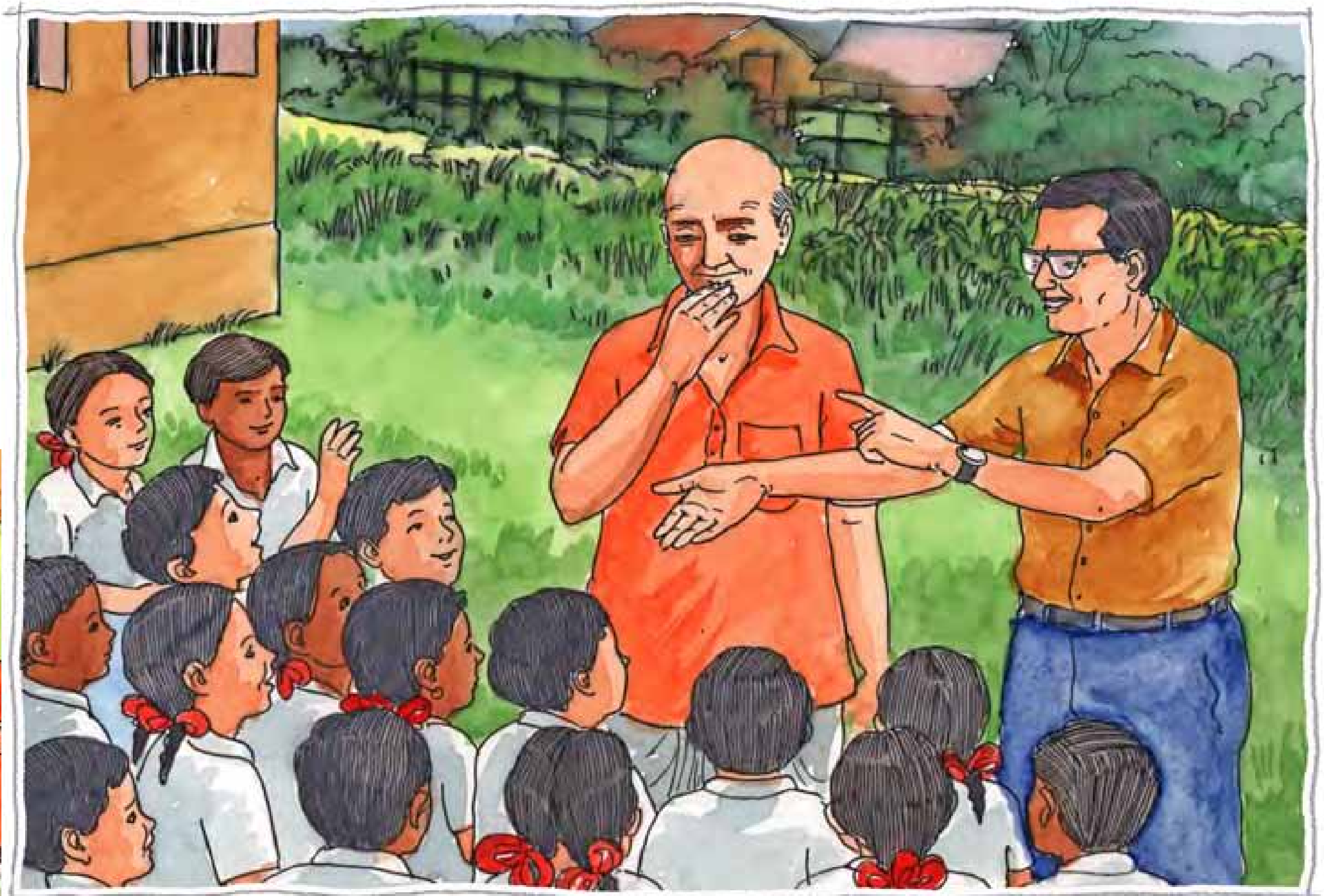

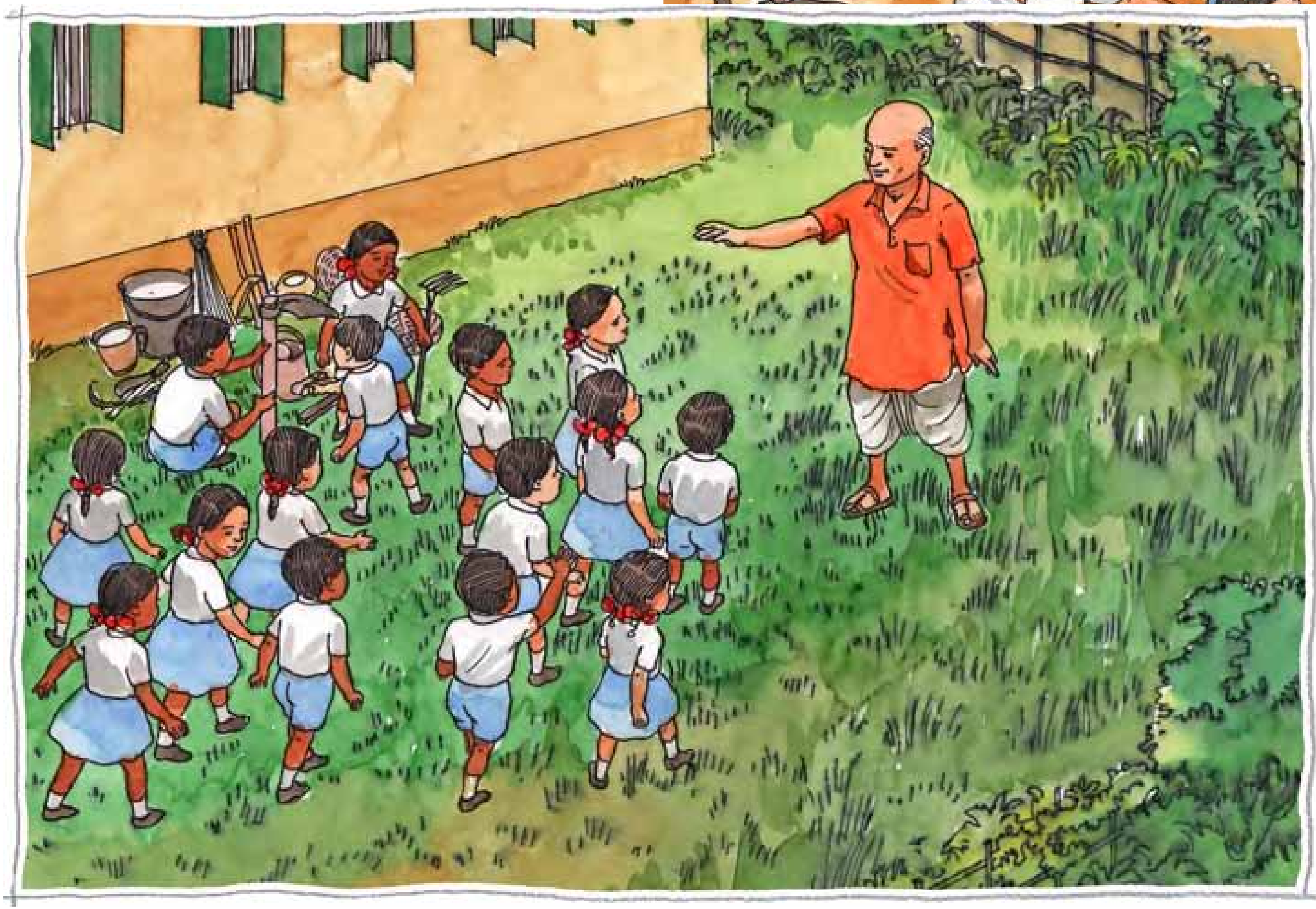

তারিণী জেঠু সকলকে স্কুলের এক কোণের ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলেন। সবাই আগ্রহ নিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখে। তিনি ছেলেমেয়েদের বোঝালেন, সবজি বাগান করতে গেলে কীভাবে জমি তৈরি করতে হয়।

"আমি করছি, তোমরা দেখ।"

এতদিন জমিটা আগাছায় ভরা ছিল। তারিণী জেঠু প্রথমে দু'হাত দিয়ে আগাছাগুলো তুলে ফেলে দিতে থাকলেন। ওনার দেখাদেখি ছাত্রছাত্রীরাও আগাছা তুলতে লাগল।

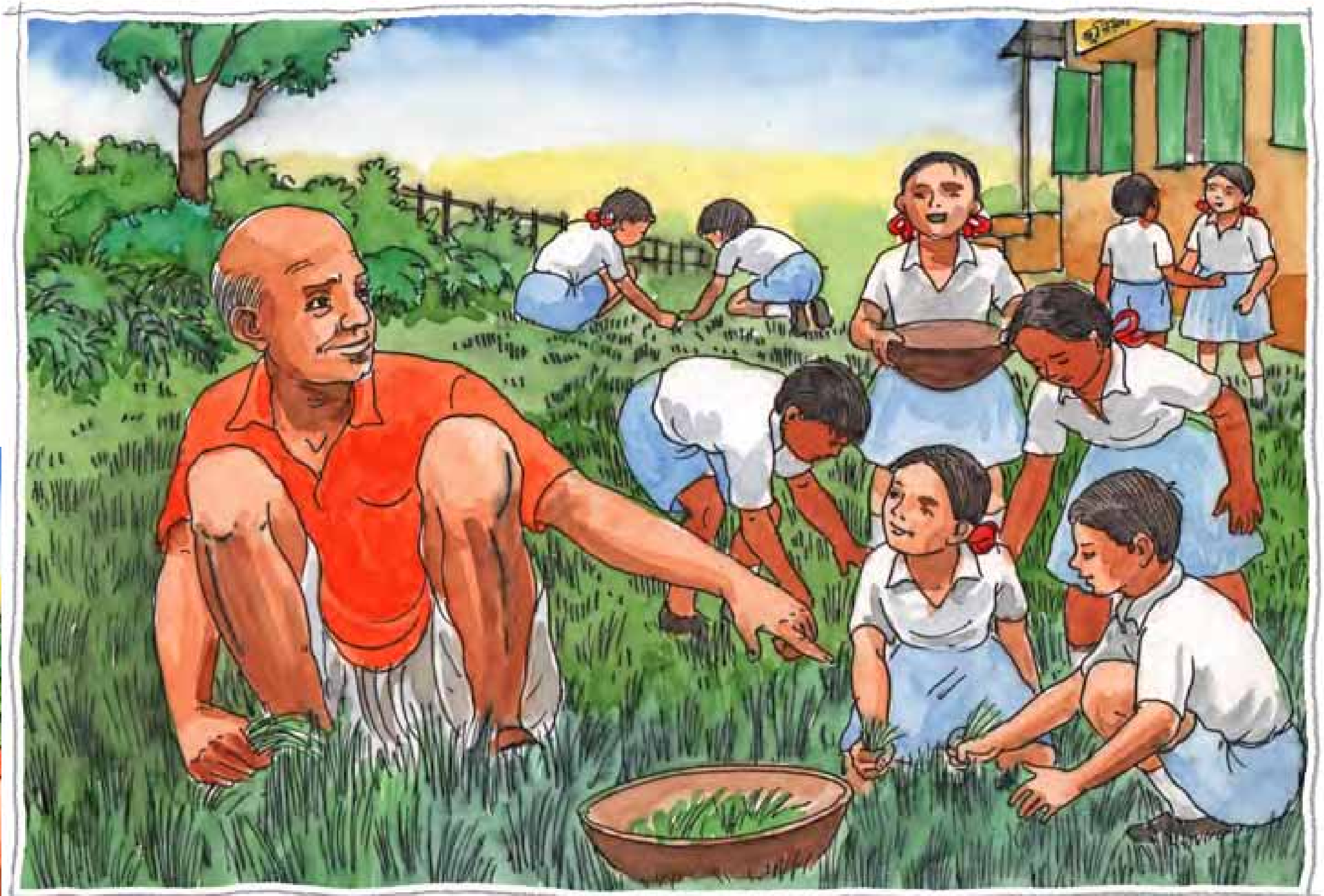

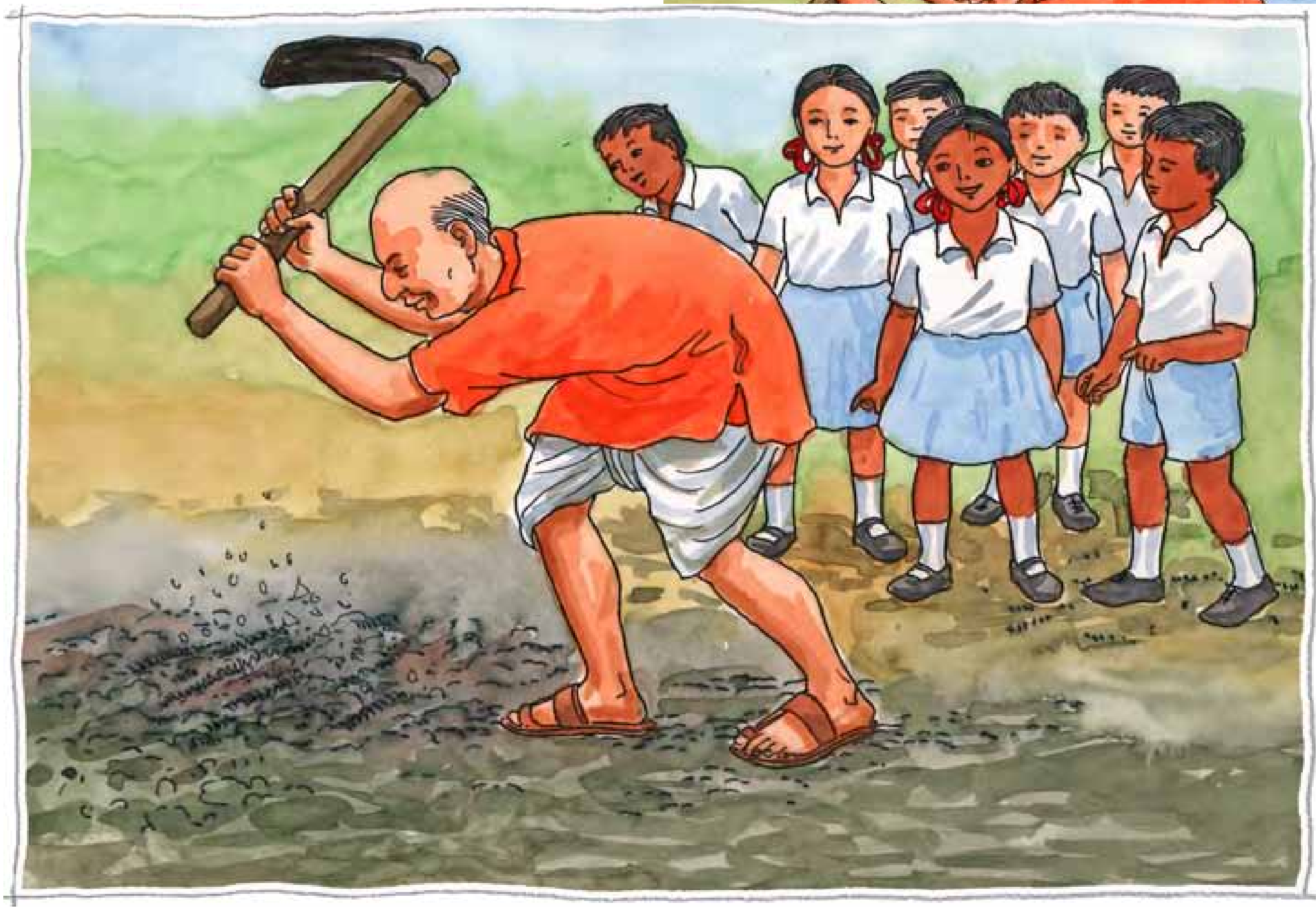

তারপর তিনি কোদাল
নিয়ে মাটি কোপাতে
লাগলেন।

ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করছে দেখে এগিয়ে এলেন হেডমাস্টারমশাই ও আদর্শবাবু।

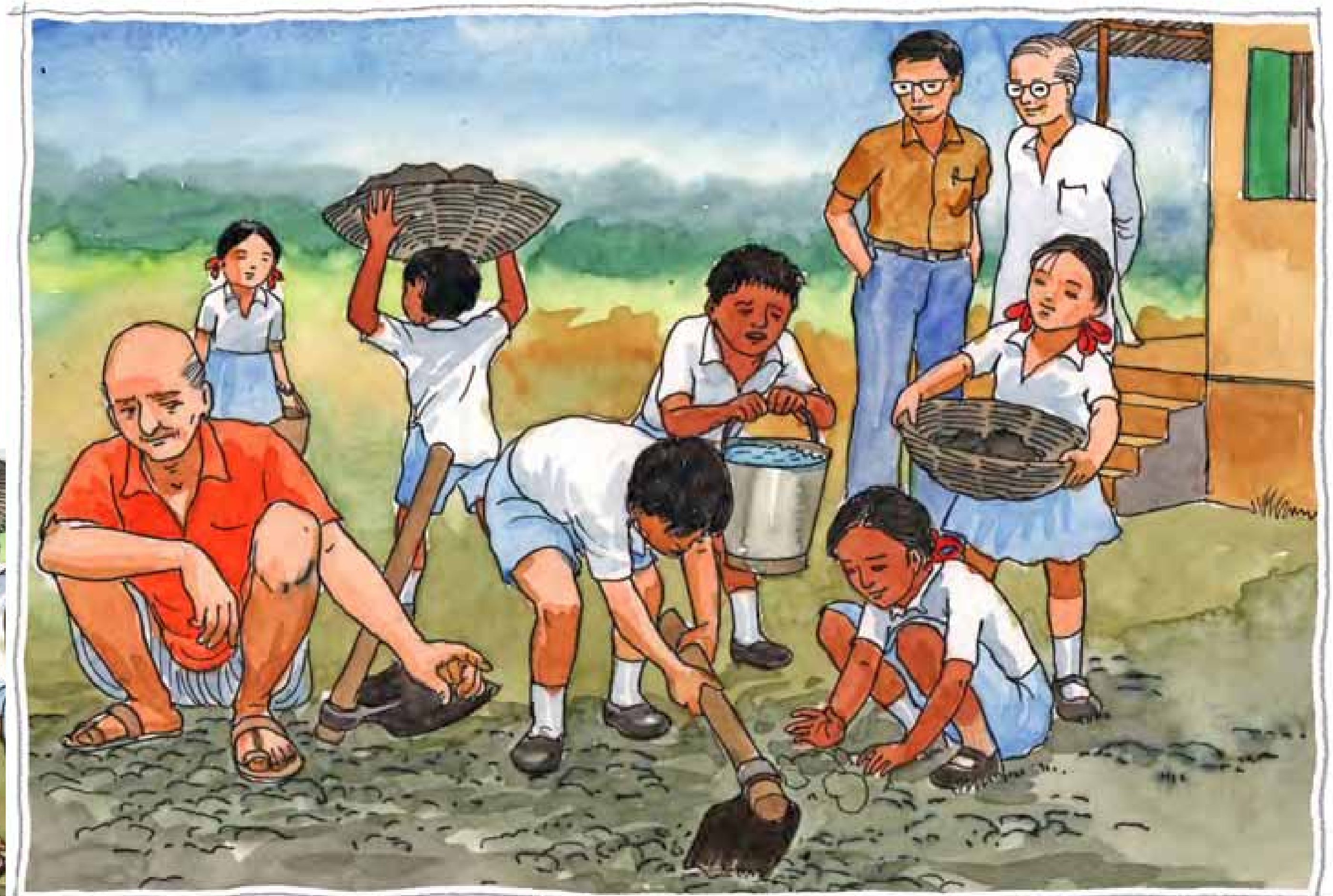

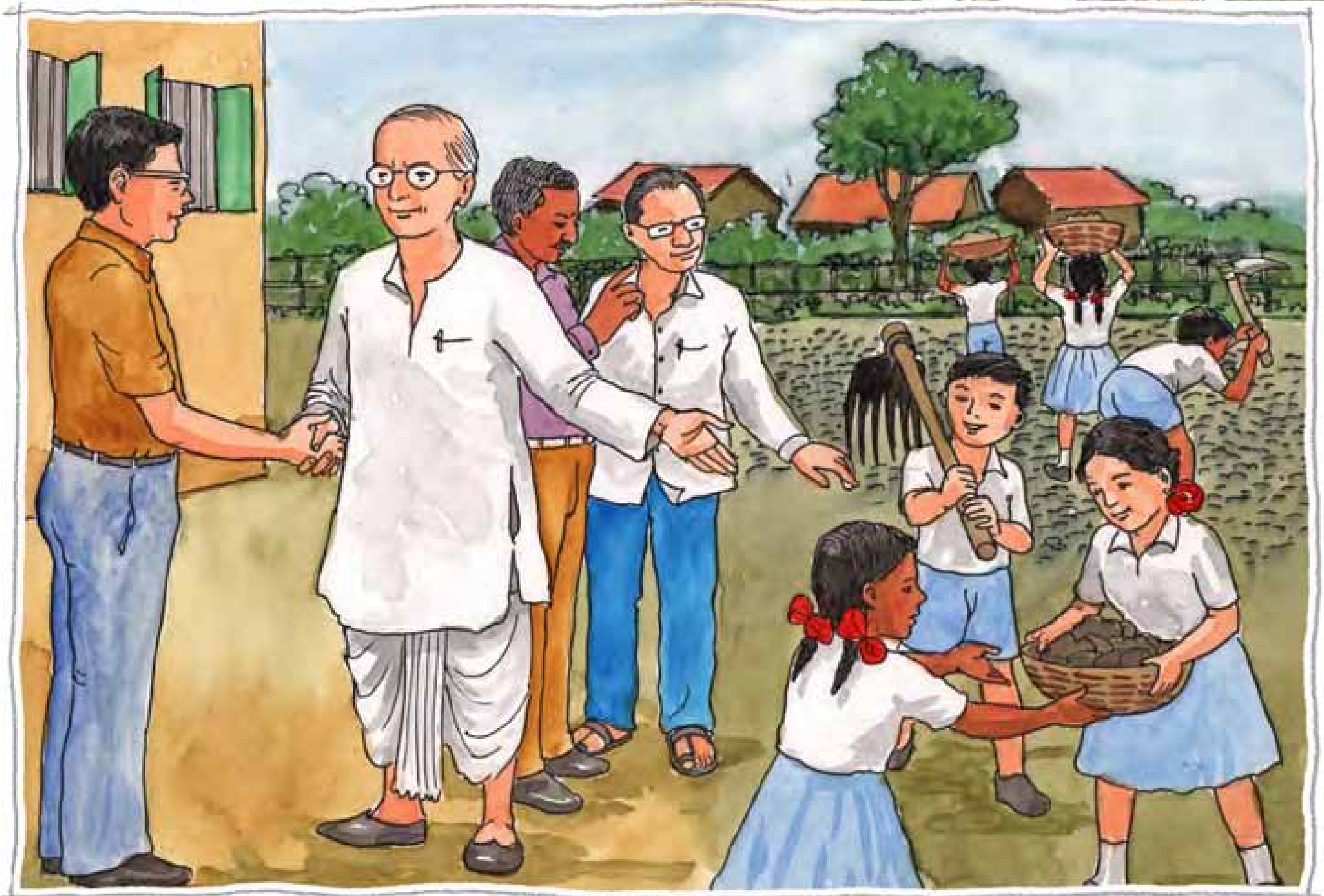

হেডমাস্টারমশাই ছেলেমেয়েদের কাজ দেখে খুশি হয়ে আদর্শবাবুকে বললেন, "আপনি ঠিক বলেছিলেন, বাচ্চাদের হাতে-কলমে কিছু শেখালে ওরা খুব আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে।"

কৃষিকাজের
মাস্টারমশাইয়ের সাহায্যে
পঞ্চায়েতের দেওয়া
ফসলের বীজ লাগাতে
লাগাতে ছেলেমেয়েরা সব
ঘেমে চুপচুপে হয়ে গেল।

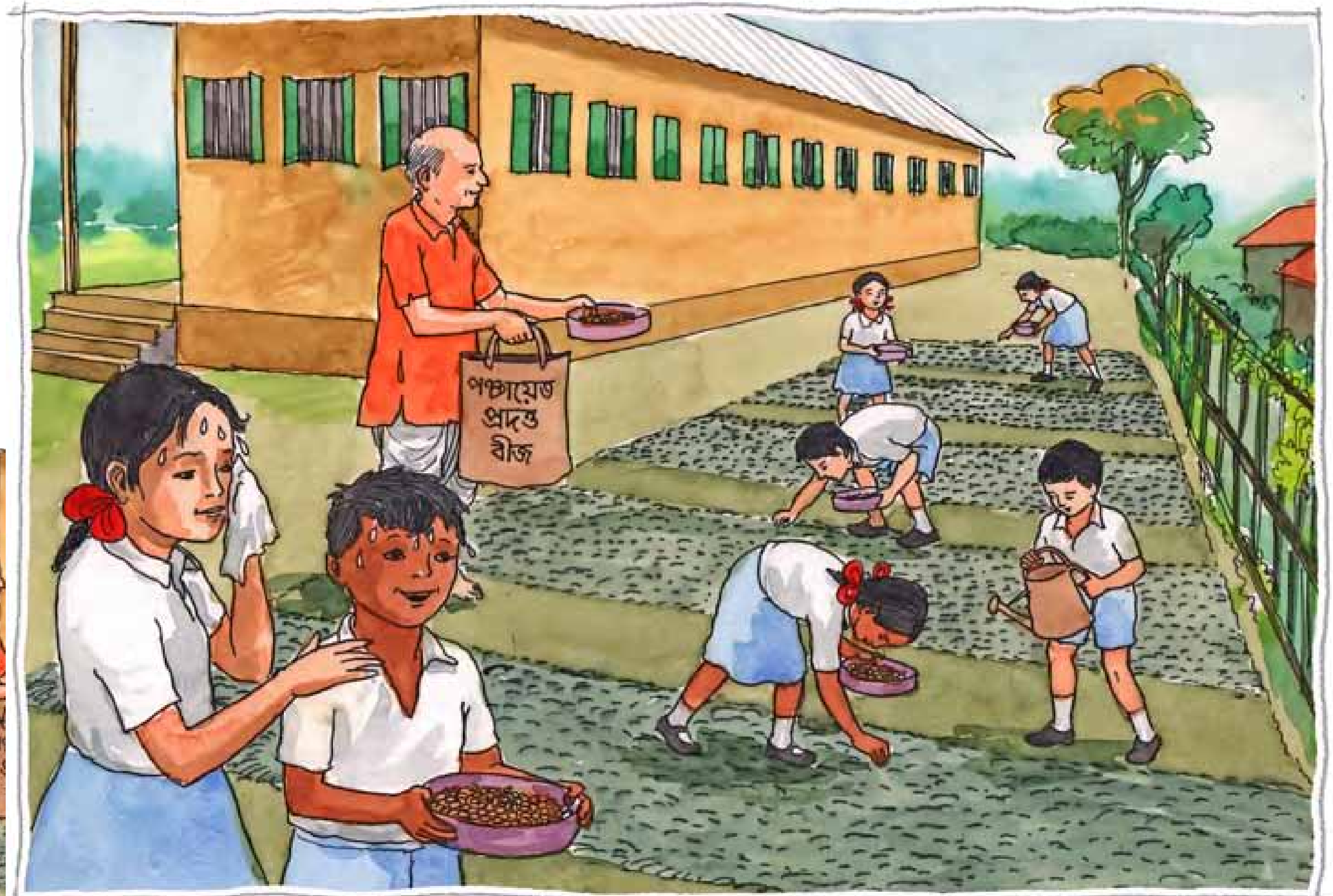

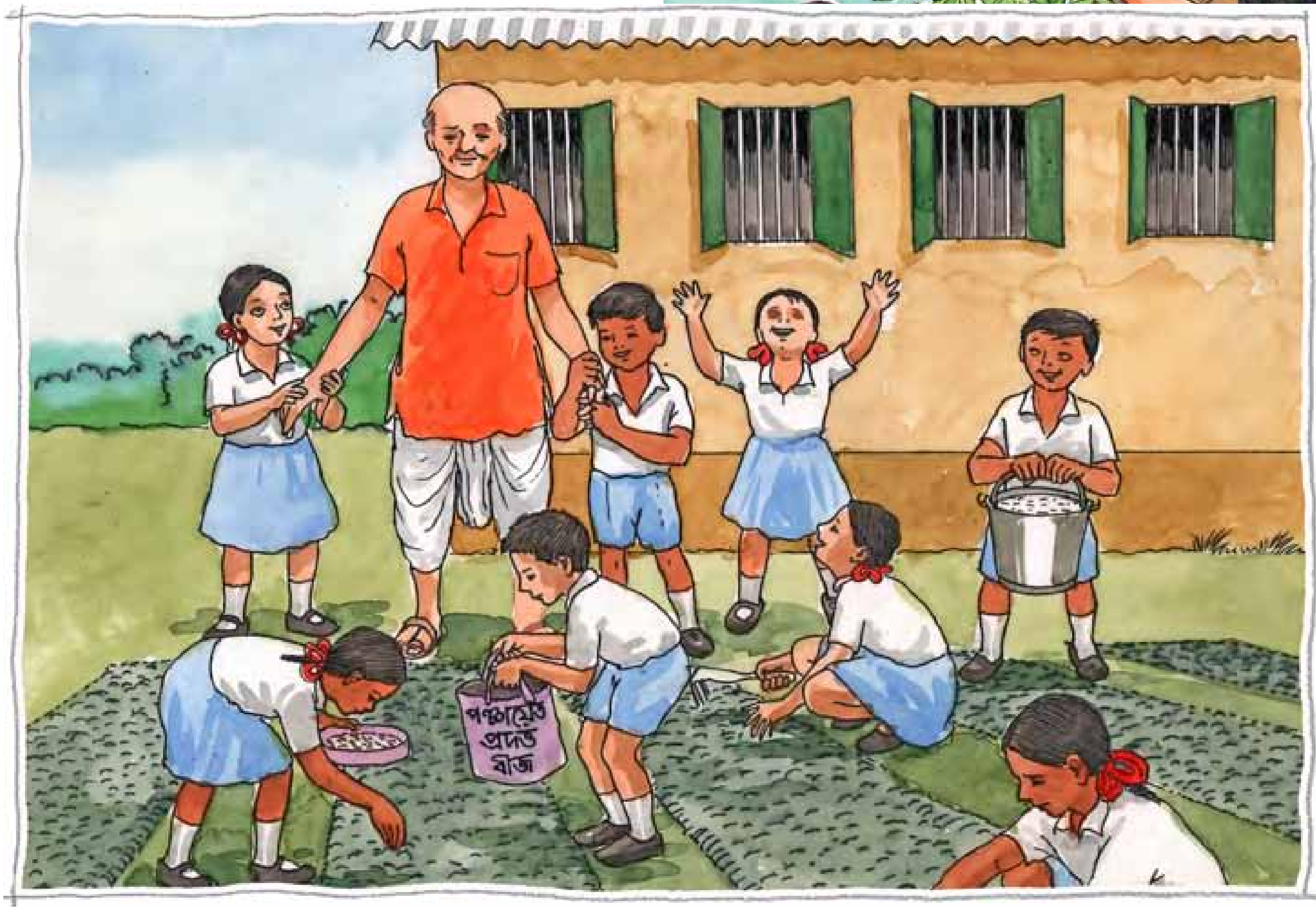

এই কাজের মধ্যে ওরা এতই আনন্দ পেল যে, সেদিন থেকে কৃষক তারিণী জেঠু ছেলেমেয়েদের কাছে অন্য মানুষ হয়ে গেল। দূর থেকে ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠত – “ওই যে আমাদের তারিণী জেঠু কৃষিকাজের মাস্টারমশাই।”

আদর্শবাবুর উদ্যোগে
জরাজীর্ণ স্কুলটা হয়ে
উঠল ছেলেমেয়েদের
কাছে এক স্বর্গ।

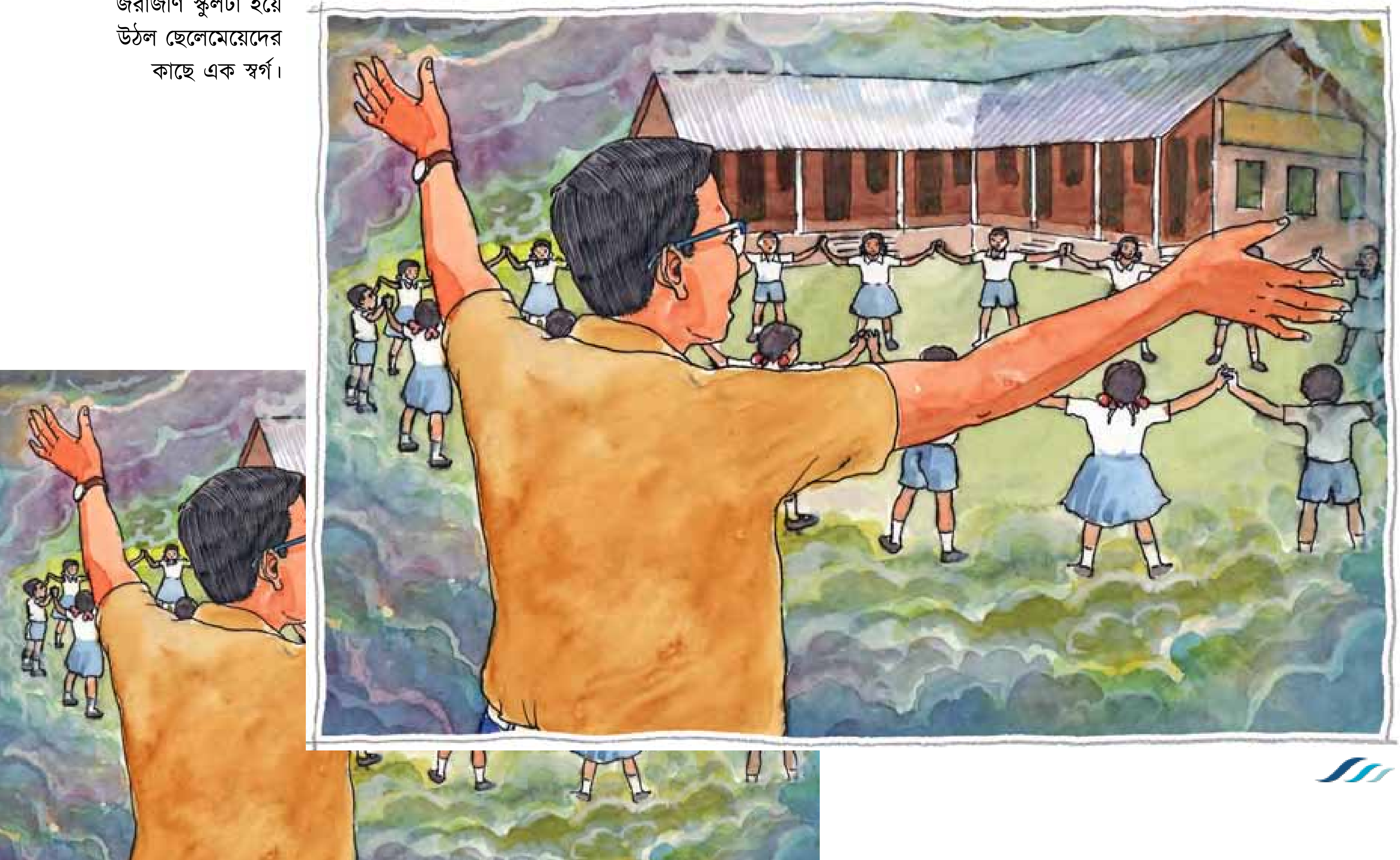

নিজেদের হাতে লাগানো
বীজের গাছ হয়ে ওঠা,
প্রকৃতির এই বিস্ময়
ছেলেমেয়েরা বেশ
অনুভব করতে পারল।

প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের কেউ না কেউ সবজি বাগানটার কতদূর কী হল, এসে হেডমাস্টারমশাই ও আদর্শবাবুকে খবর দিতে থাকল।

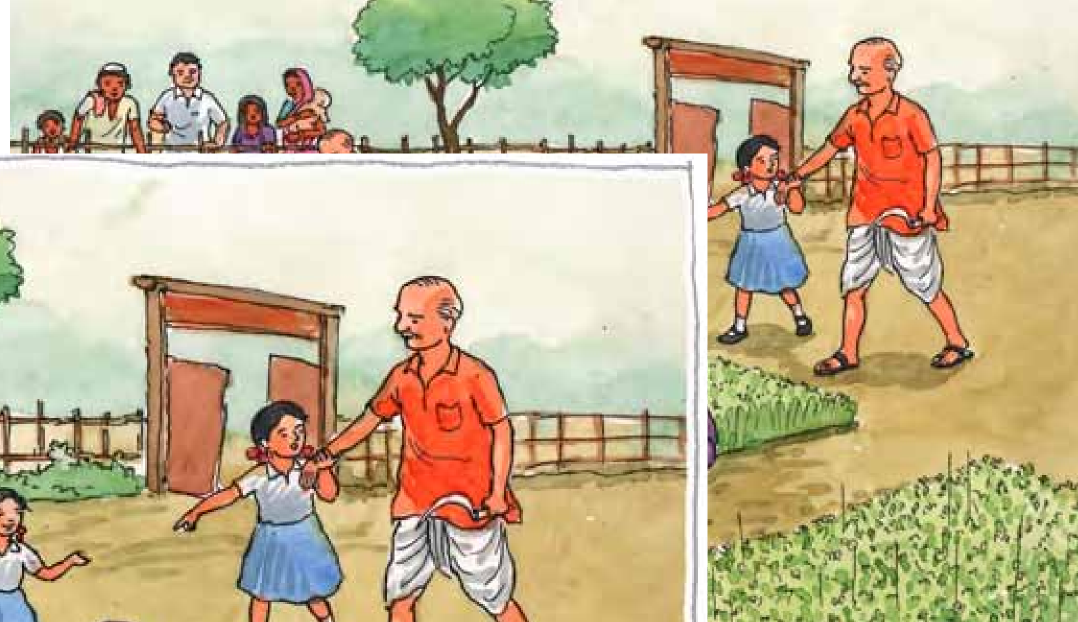

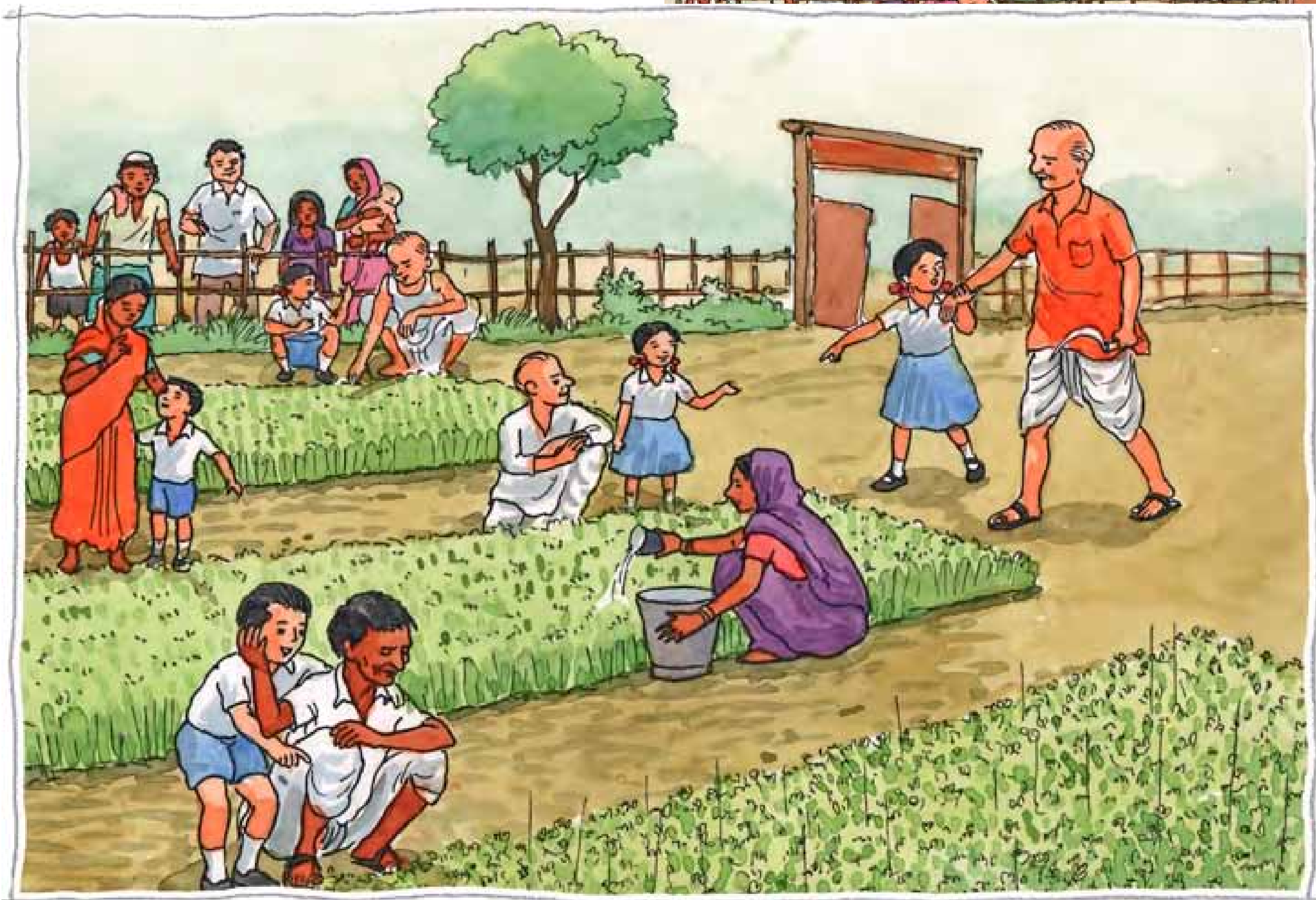

গ্রামের মানুষও বাগানের দেখভাল করতে লাগল। বাগানের কোনও সমস্যা হলে তারা তারিণী জেঠুকে ডেকে আনত।

রবিবার স্কুল বন্ধ
থাকলেও বাচ্চারা বাগান
দেখতে স্কুলে ছুটে
আসতে লাগল।

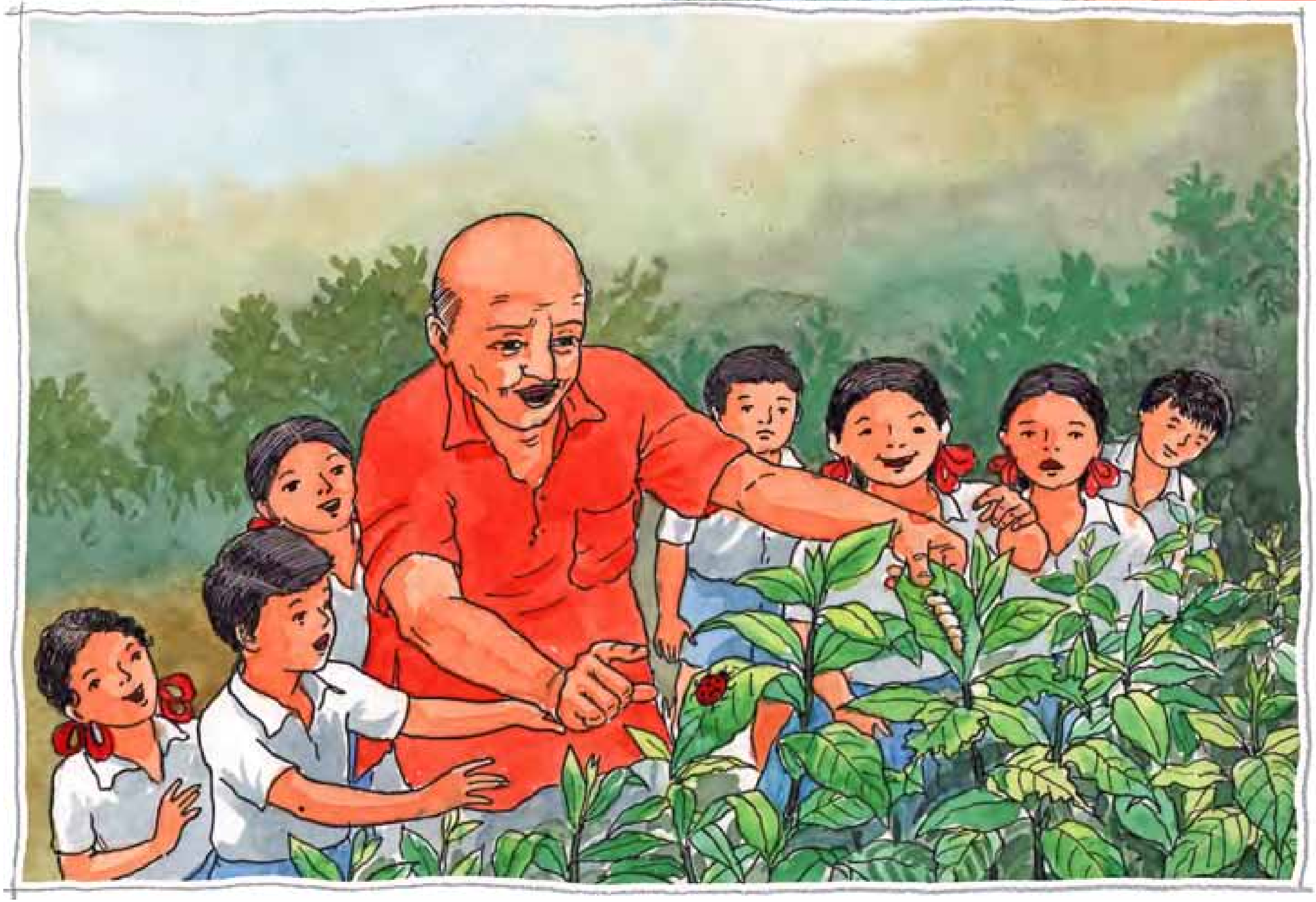

কৃষিকাজের মাস্টারমশাই স্কুলের পাশের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের চেনাতে শুরু করলেন, বিভিন্ন ফসলের উপকারী-অপকারী পোকামাকড়।

গ্রামে যে সমস্ত ফল গাছ, আসবাবী গাছ, ঔষধি গাছ আছে সেইগুলোকে গ্রামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেনাতে শুরু করলেন। ছেলেমেয়েরা অনেক গাছ চিনতে শিখল।

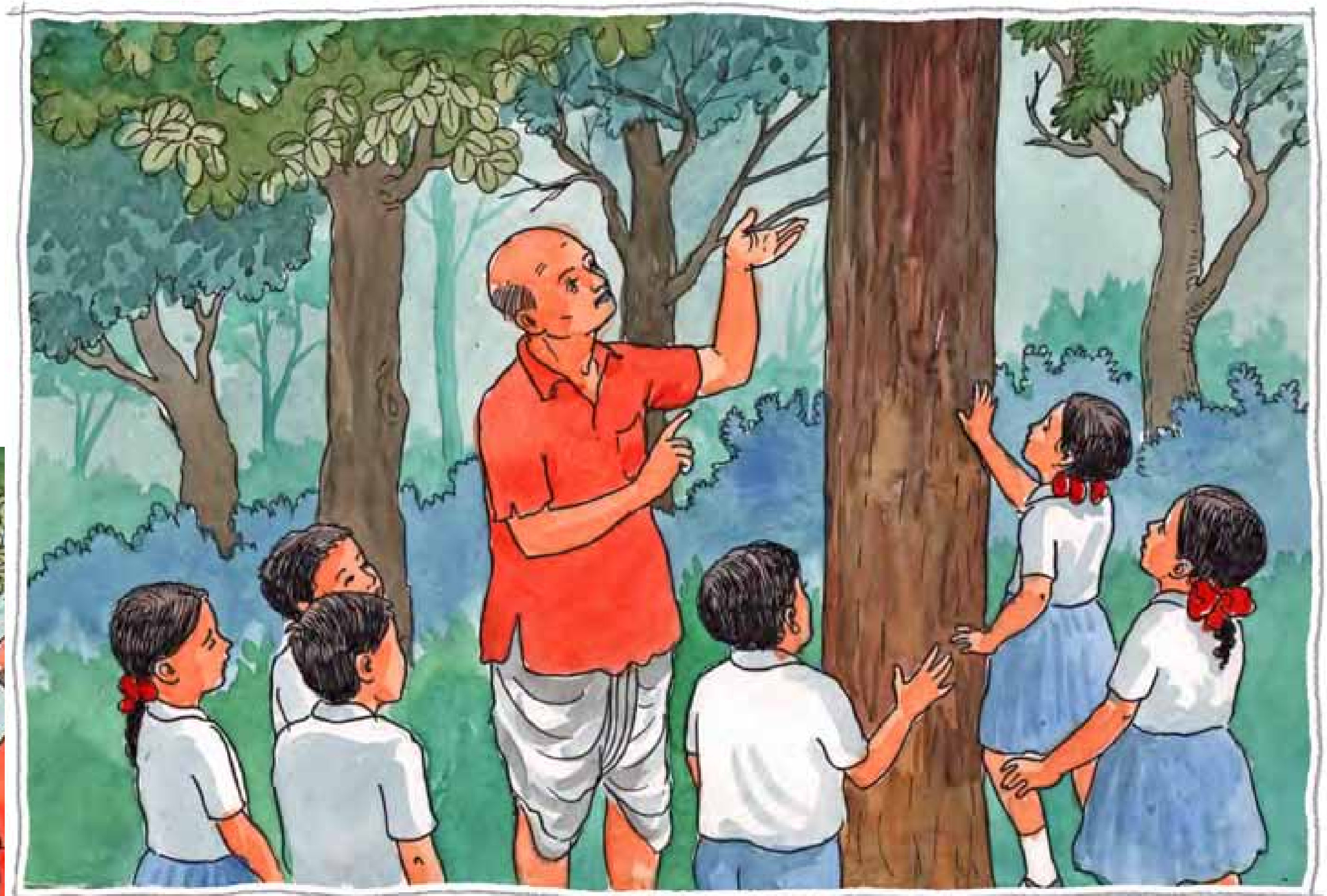

হঠাৎ একদিন এক
গ্রামবাসী স্কুলে এসে
হাজির। তিনি
আদর্শবাবুকে বলেন,
“আমাকে একবার সুযোগ
দেবেন? আমি শোলা ও
বাঁশ দিয়ে নানান জিনিস
বানাতে পারি। এই
অভিজ্ঞতা জ্ঞান হিসাবে
আমি আগামী প্রজন্মের
হাতে তুলে দিতে চাই।”

আদর্শবাবু ওই গ্রামবাসীকে বললেন, “এটা তো আপনাদের স্কুল, আপনাদের ছেলেমেয়েরাই পড়ে, তাই এতে অনুমতির কী আছে ? আপনি কাজ শুরু করে দিন।”

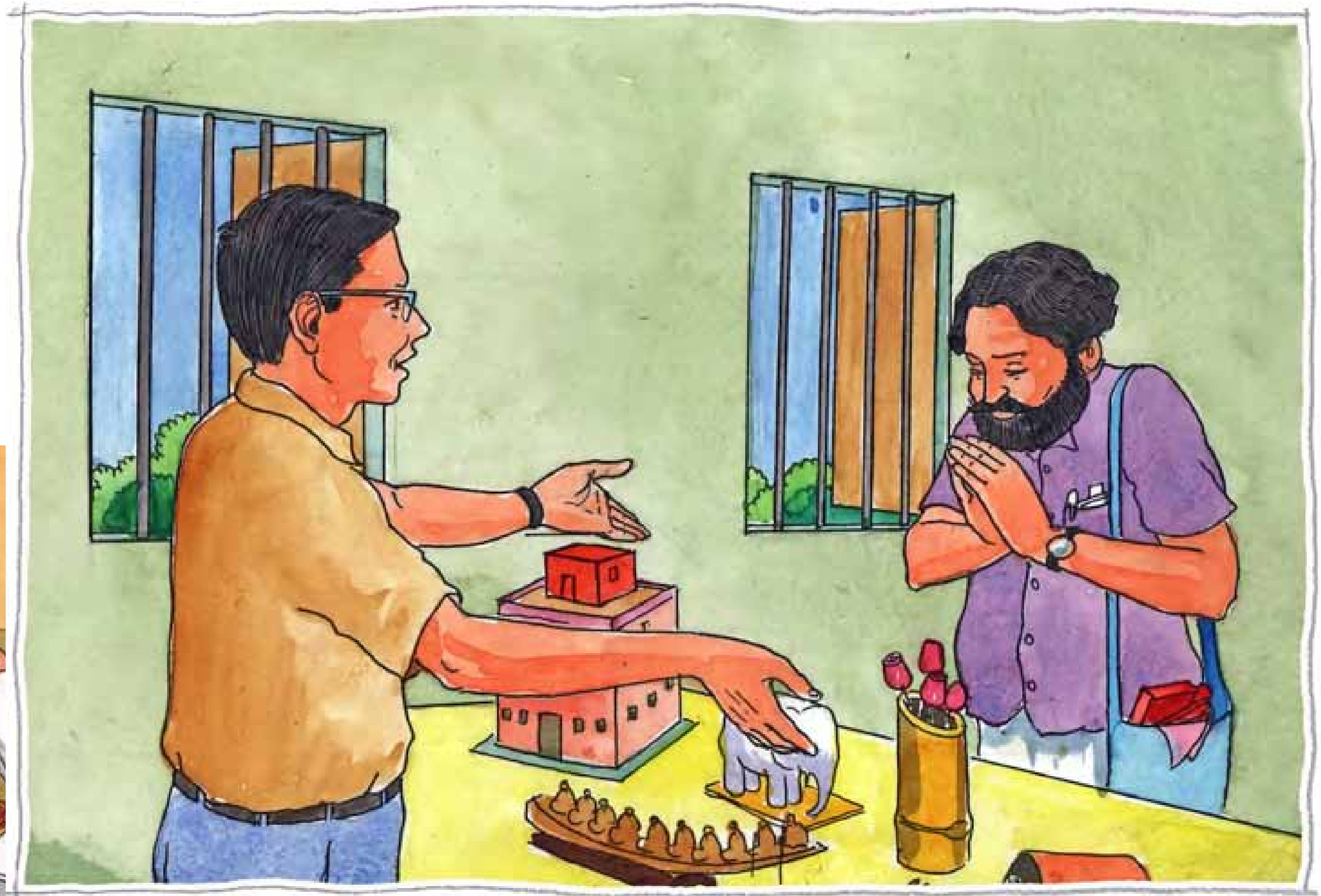

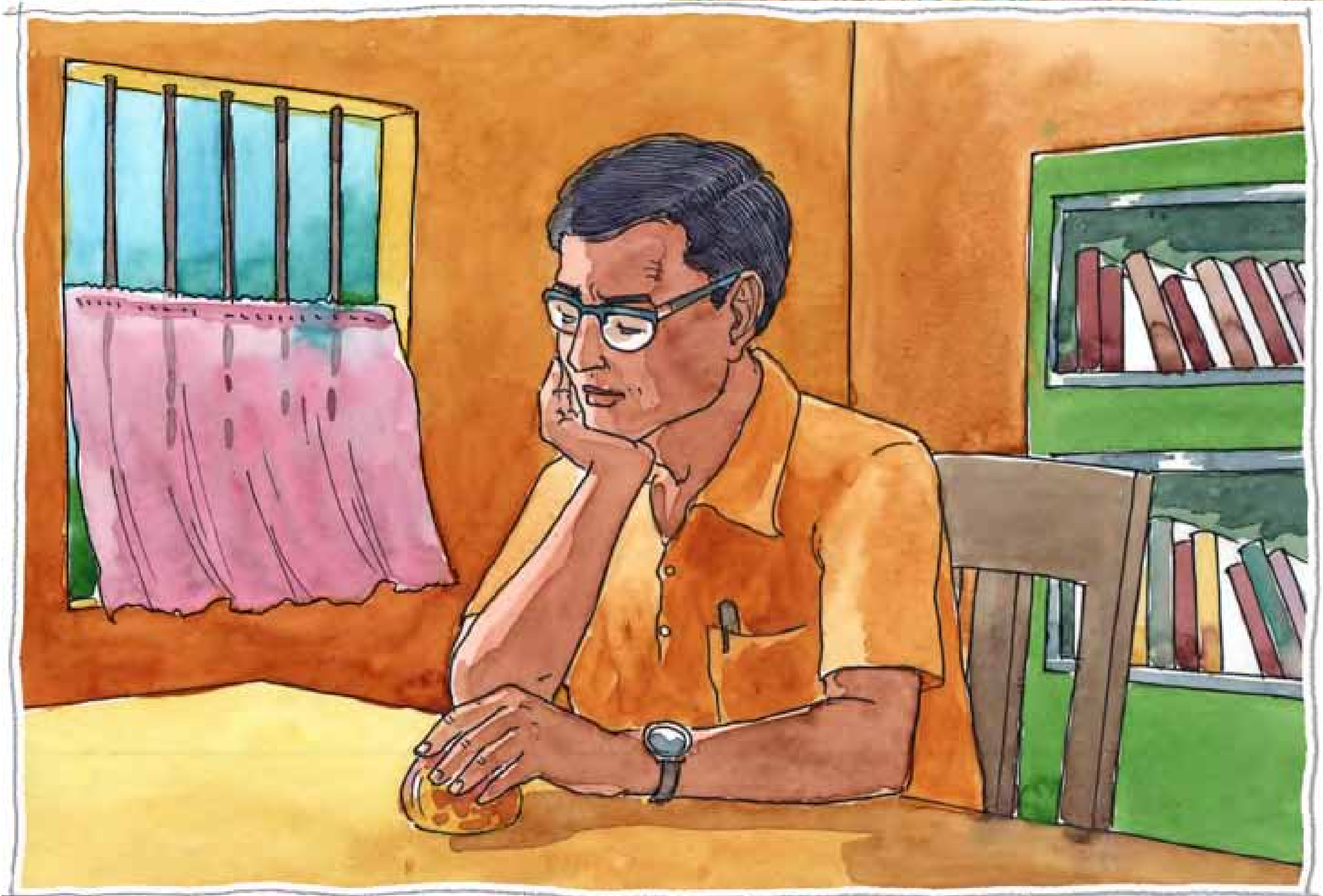

মাতা-শিক্ষক মিটিং-এ অন্য এক ভাবনায় তিনি বলেন, "আমরা বাইরে থেকে আসি, যারা এগিয়ে এসেছেন তারা গ্রামেরই, তারাই পারেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের খুঁজে আনতে। এতে কাজটাও সহজ ও স্থায়ী হবে, ছাত্রছাত্রীরাও অনেক কিছু শিখবে।" সবাই একে স্বাগত জানায়।

শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। আজ স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজের হাতেই গাছের নার্সারীর জন্য প্যাকেটে মাটি ভরছে। নিজের চোখে ওদের এই কাজ দেখতে ও উৎসাহ দিতে স্কুলে এসেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

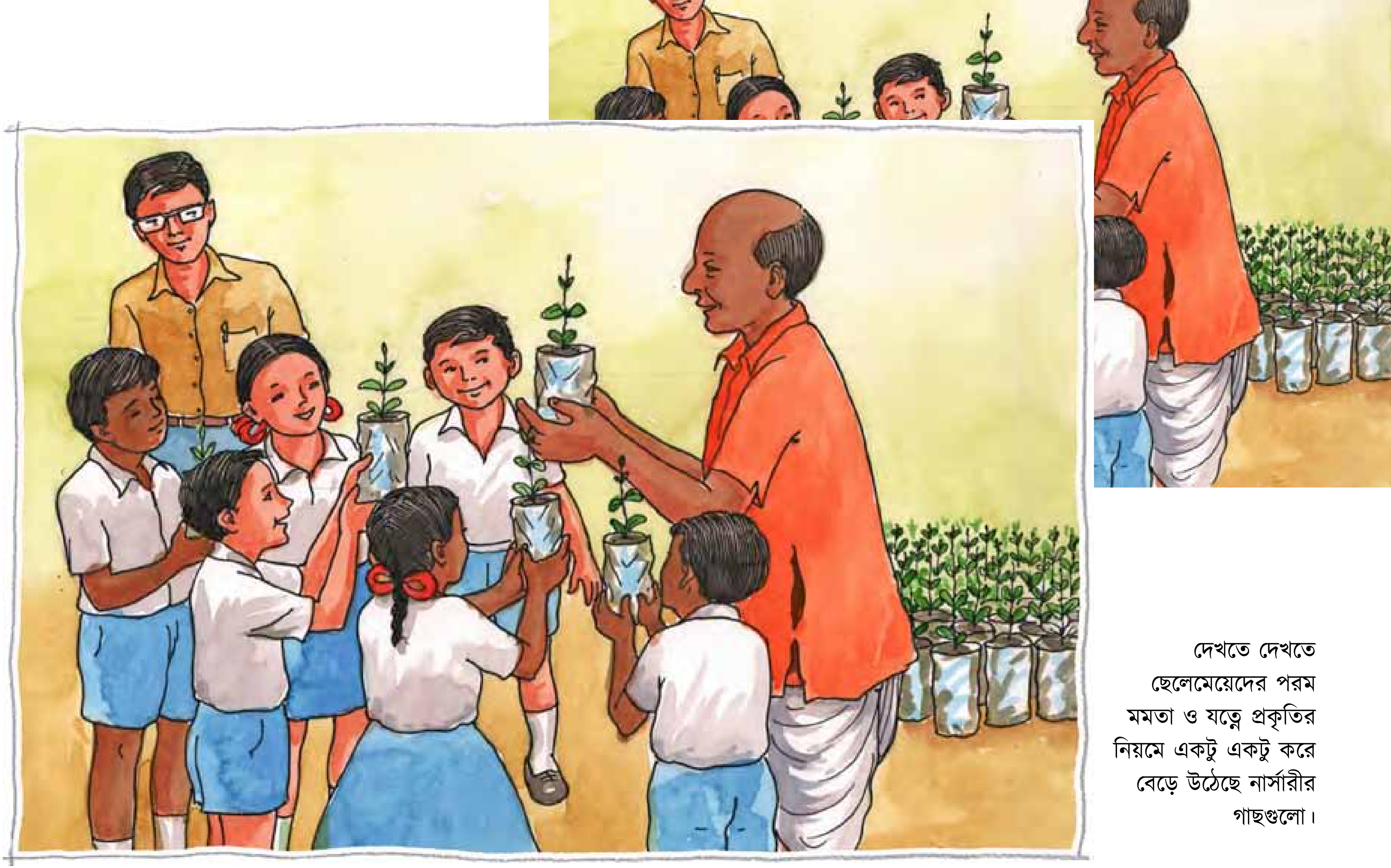

দেখতে দেখতে
ছেলেমেয়েদের পরম
মমতা ও যত্নে প্রকৃতির
নিয়মে একটু একটু করে
বেড়ে উঠেছে নার্সারীর
গাছগুলো।

ছেলেমেয়েরাও নার্সারী
থেকে গাছগুলো নিয়ে
স্কুল প্রাঙ্গণের চারধারে
লাগাচ্ছে। আবার কেউ
কেউ বাড়িতেও নিয়ে
যাচ্ছে লাগানোর জন্য।

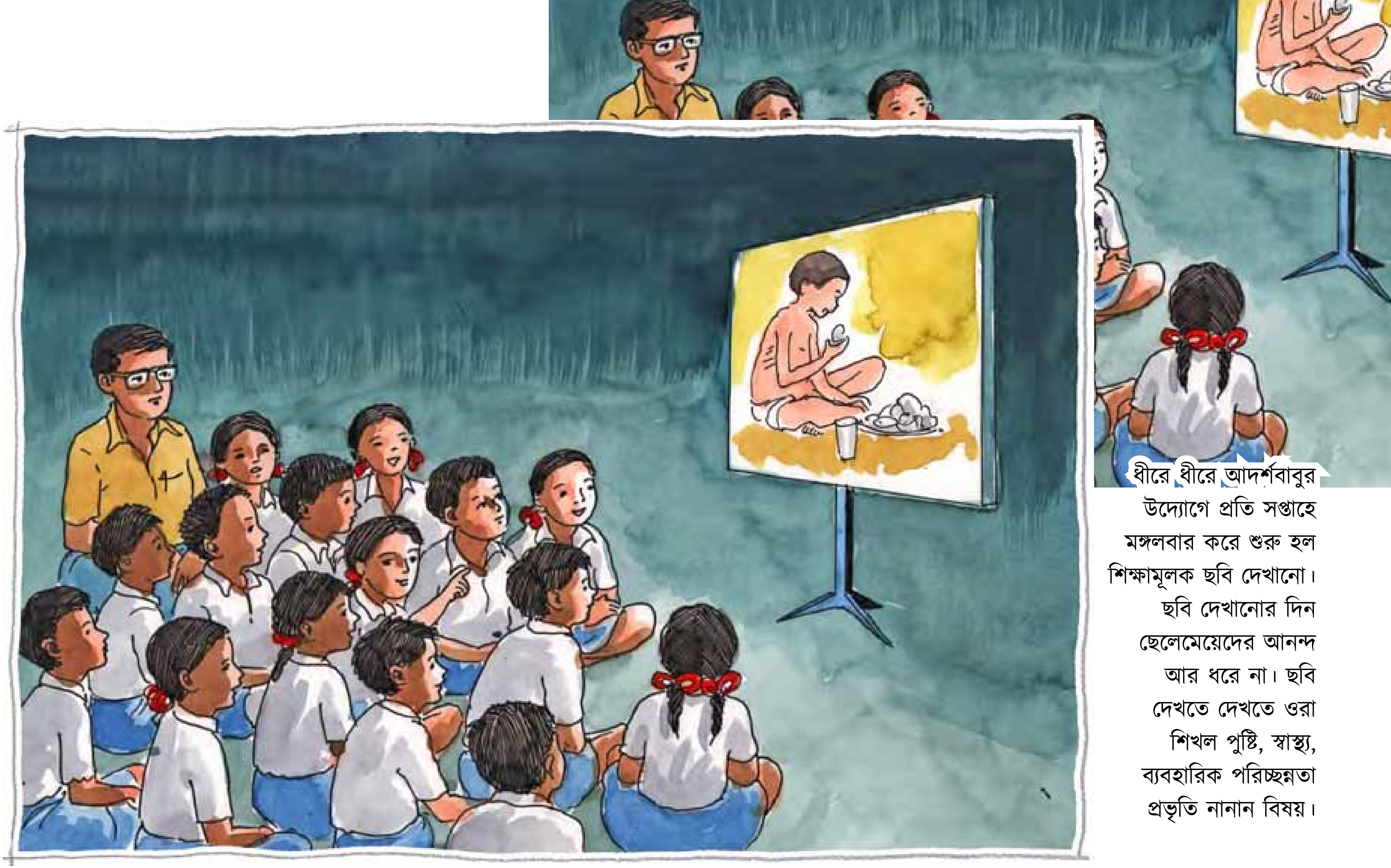

ধীরে ধীরে আদর্শবাবুর উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার করে শুরু হল শিক্ষামূলক ছবি দেখানো। ছবি দেখানোর দিন ছেলেমেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। ছবি দেখতে দেখতে ওরা শিখল পুষ্টি, স্বাস্থ্য, ব্যবহারিক পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি নানান বিষয়।

সকালে নতুন জামা-কাপড় পড়ে স্কুলে এসেছে ছাত্রছাত্রীরা। আদর্শবাবু ও পঞ্চায়েত প্রধান ওদের গ্রামের কাছের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক স্থান ভ্রমণে নিয়ে যাবে। গ্রামের বয়স্কদের মুখে শোনা কথা আজ ওরা চাক্ষুস দেখবে। দেখবে দুই নদীর মিলনস্থল, সেন আমলের ধ্বংসাবশেষ।

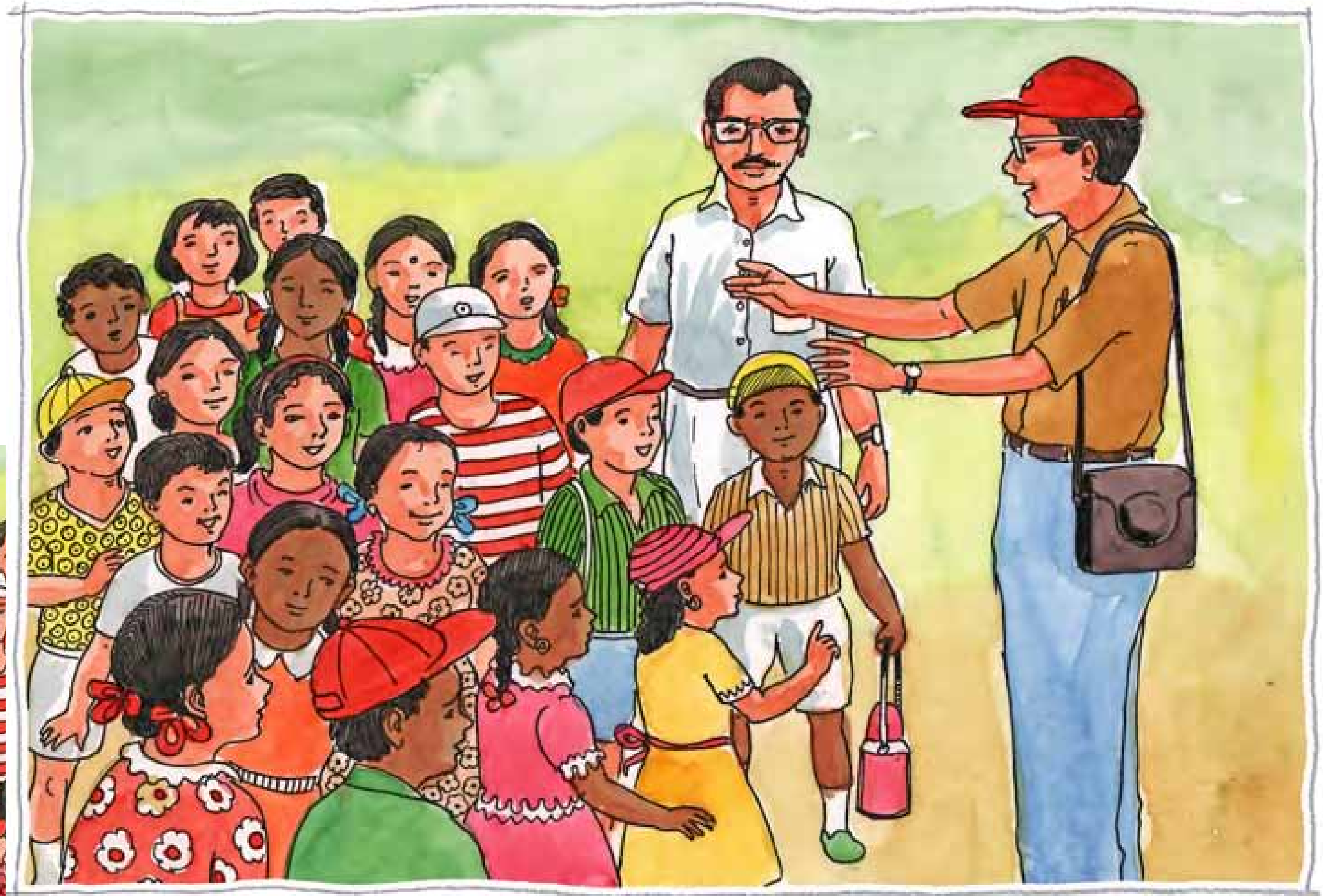

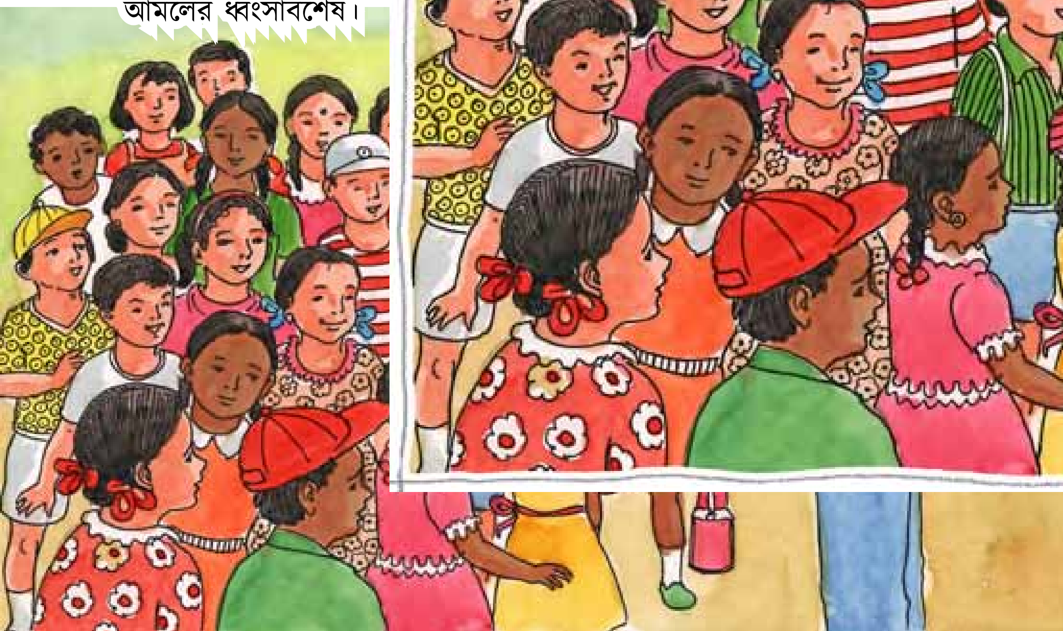

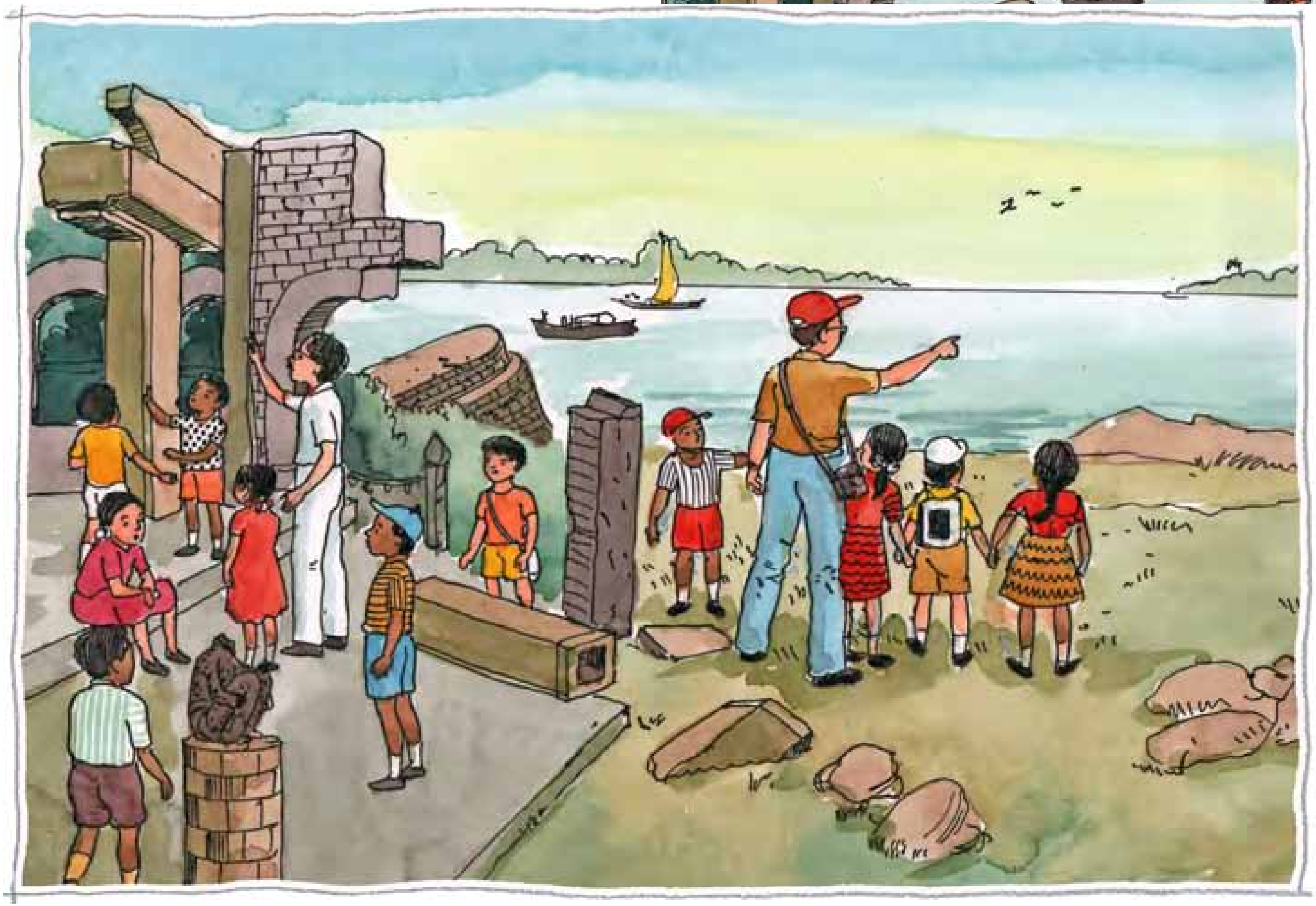

ছাত্রছাত্রীরা দুই নদীর মিলনস্থল ও সেন আমলের ধ্বংসাবশেষ অতি উৎসাহে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আর আদর্শবাবু ও প্রধান সাহেবকে নানান প্রশ্ন করছে। এই ভ্রমণ ওদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতার সঞ্চার করেছিল।

আদর্শবাবুর উদ্যোগে হৈচৈ পড়ে গেল। প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকে যুক্ত করতে প্রধান গ্রামের সব প্রাথমিক ও এম.এস.কে.-র শিক্ষকদের নিয়ে পঞ্চায়েতে মিটিং করে জানান, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি এই উদ্যোগের প্রসারে সব সাহায্য করবে।

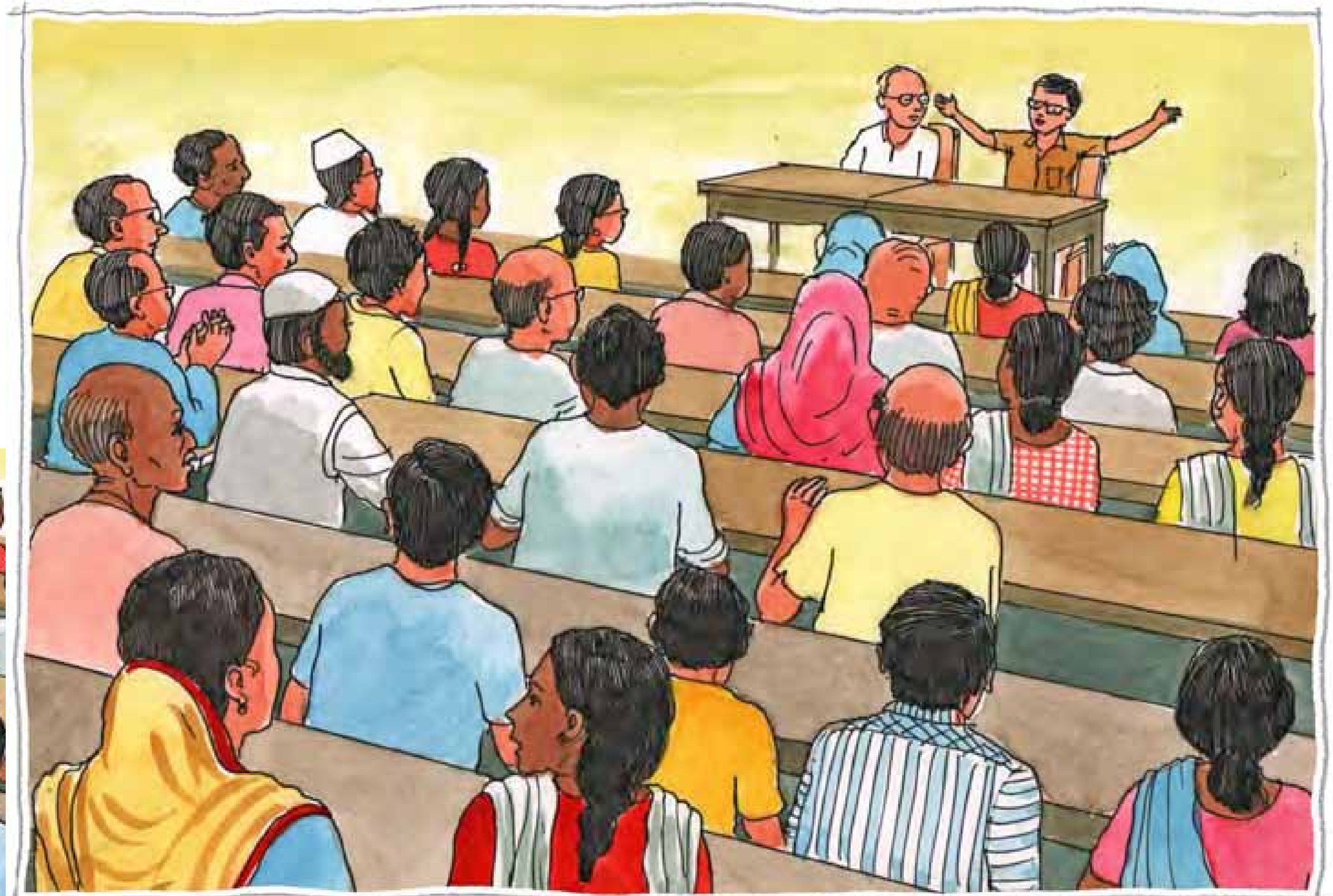

আদর্শবাবুর পথ অনুসরণ করে পঞ্চায়েতের অন্য স্কুলেও আছড়ে পড়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ঢেউ। আজ শুধু স্কুলগুলোই নয়, এই উদ্যোগে সামিল হয়ে জীবনের জন্য শিক্ষার এক নজির গড়ে তুলেছে সৃজনপুর পঞ্চায়েত ও গ্রামের মানুষ।

এইভাবে চলতে চলতে সৃজনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা তাদের অঞ্চলের সব স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সৃজন মেলার আয়োজন করবে।

সেইমতো কয়েকমাস ধরে স্কুলে স্কুলে চলে প্রস্তুতি। কেউ নাচবে, কেউ গান গাইবে, কেউ করবে নাটক, আঁকবে ছবি। থাকবে স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা। প্রদর্শীত হবে স্কুলবাগানে ছাত্রছাত্রীদের যত্নে ফলানো সবজি, তাদের তৈরি হাতের কাজ।

সৃজন মেলাকে ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামগুলো যেন এক উৎসবের চেহারা নেয়। পঞ্চায়েতের মাঠে বাঁধা হল সজৃন মেলার মঞ্চ।

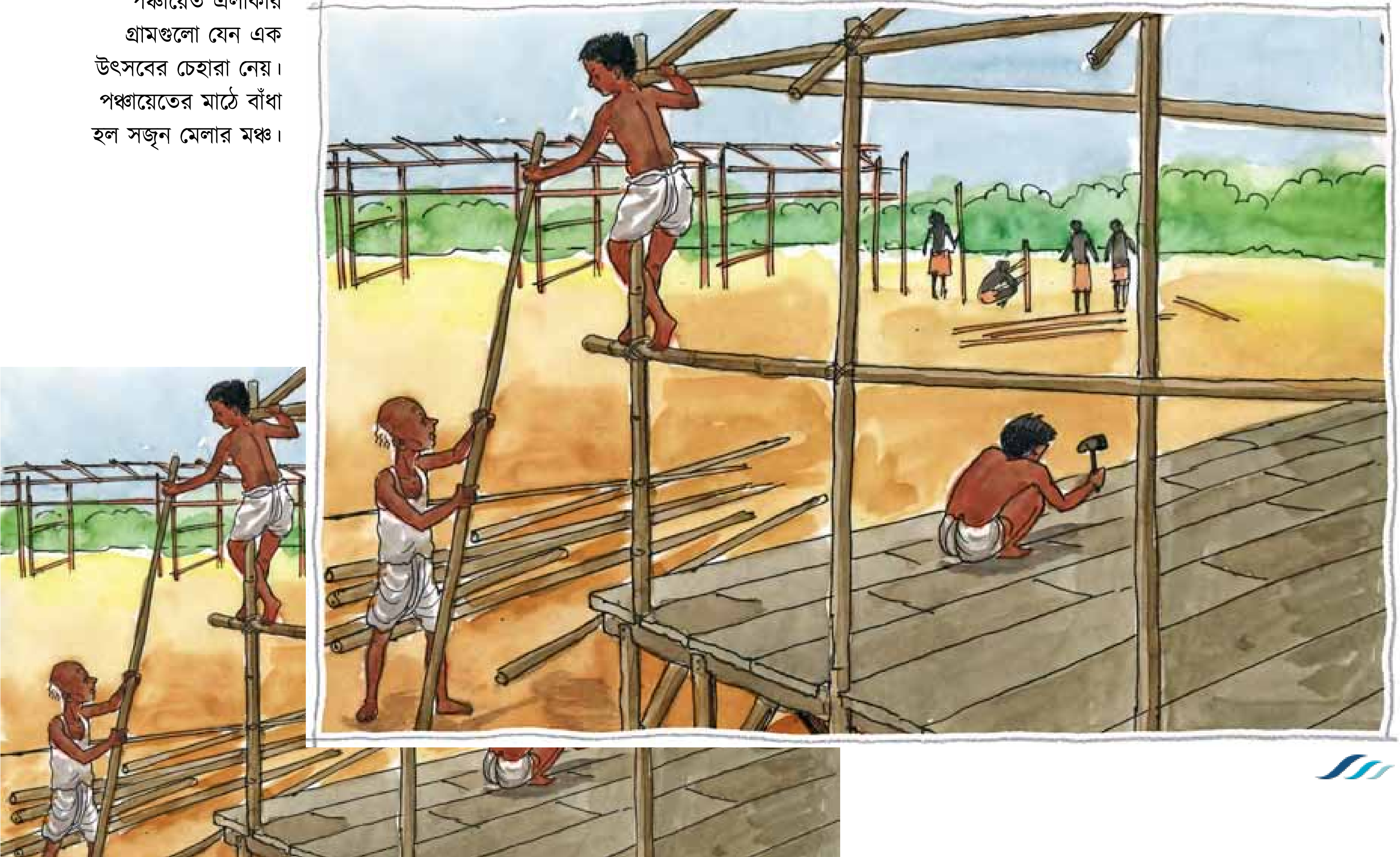

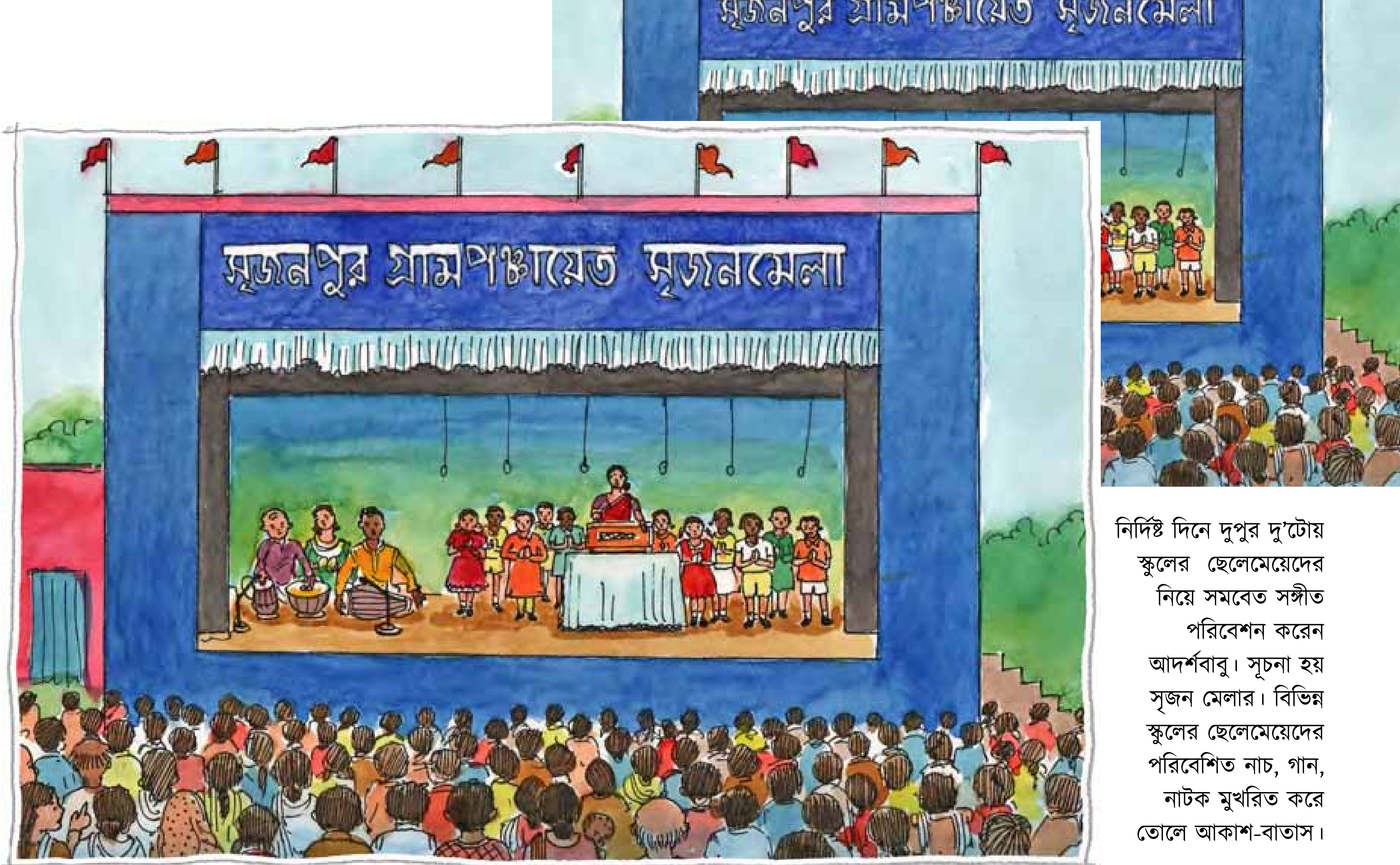

নির্দিষ্ট দিনে দুপুর দু'টোয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন আদর্শবাবু। সূচনা হয় সৃজন মেলার। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরিবেশিত নাচ, গান, নাটক মুখরিত করে তোলে আকাশ-বাতাস।

হাতের কাজ শেখার পর
ছেলেমেয়েদের তৈরি
নানা ধরনের জিনিস
দেখতে মেলার মাঠের
স্টলগুলোতে যেন
মানুষের ঢল নামল।

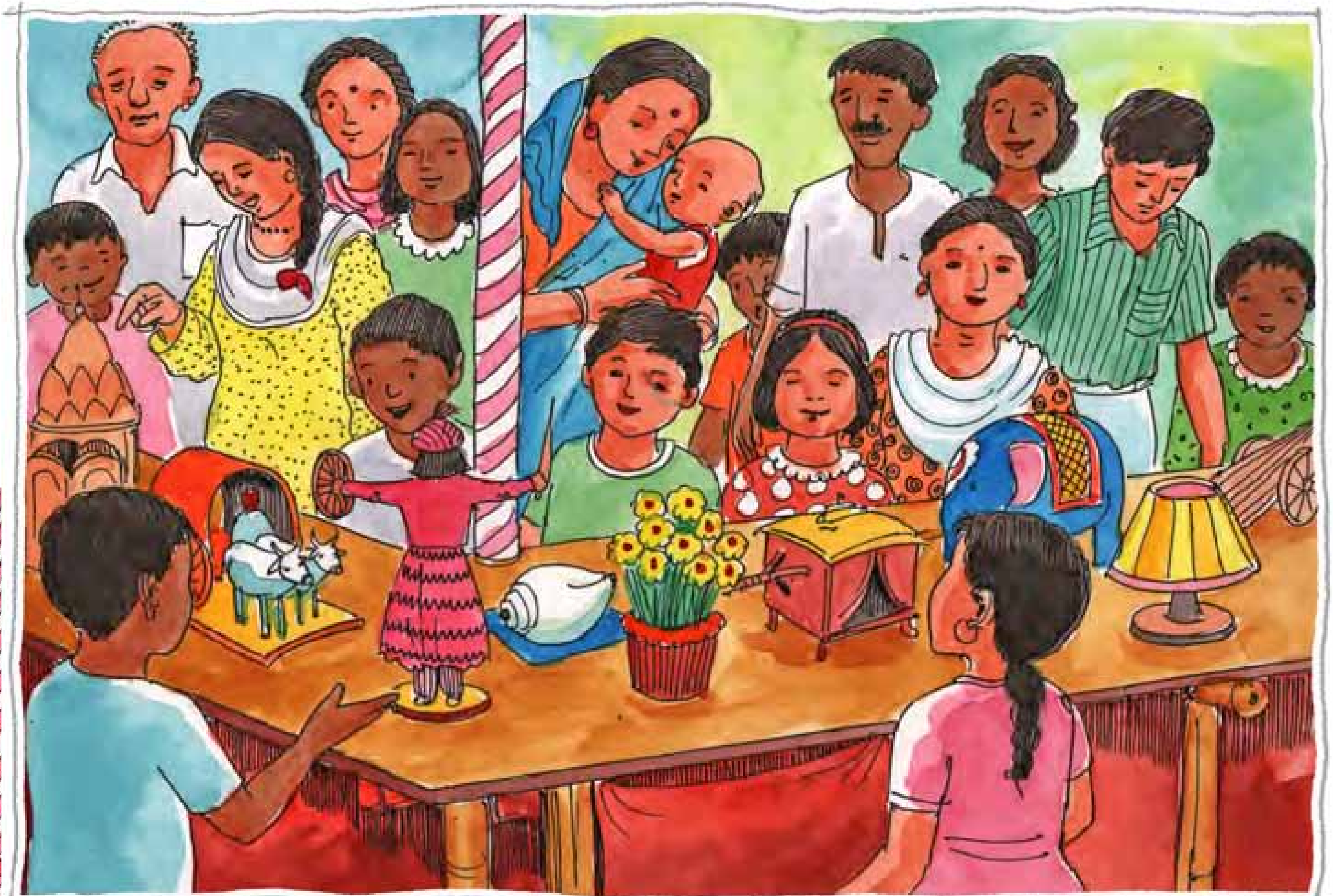

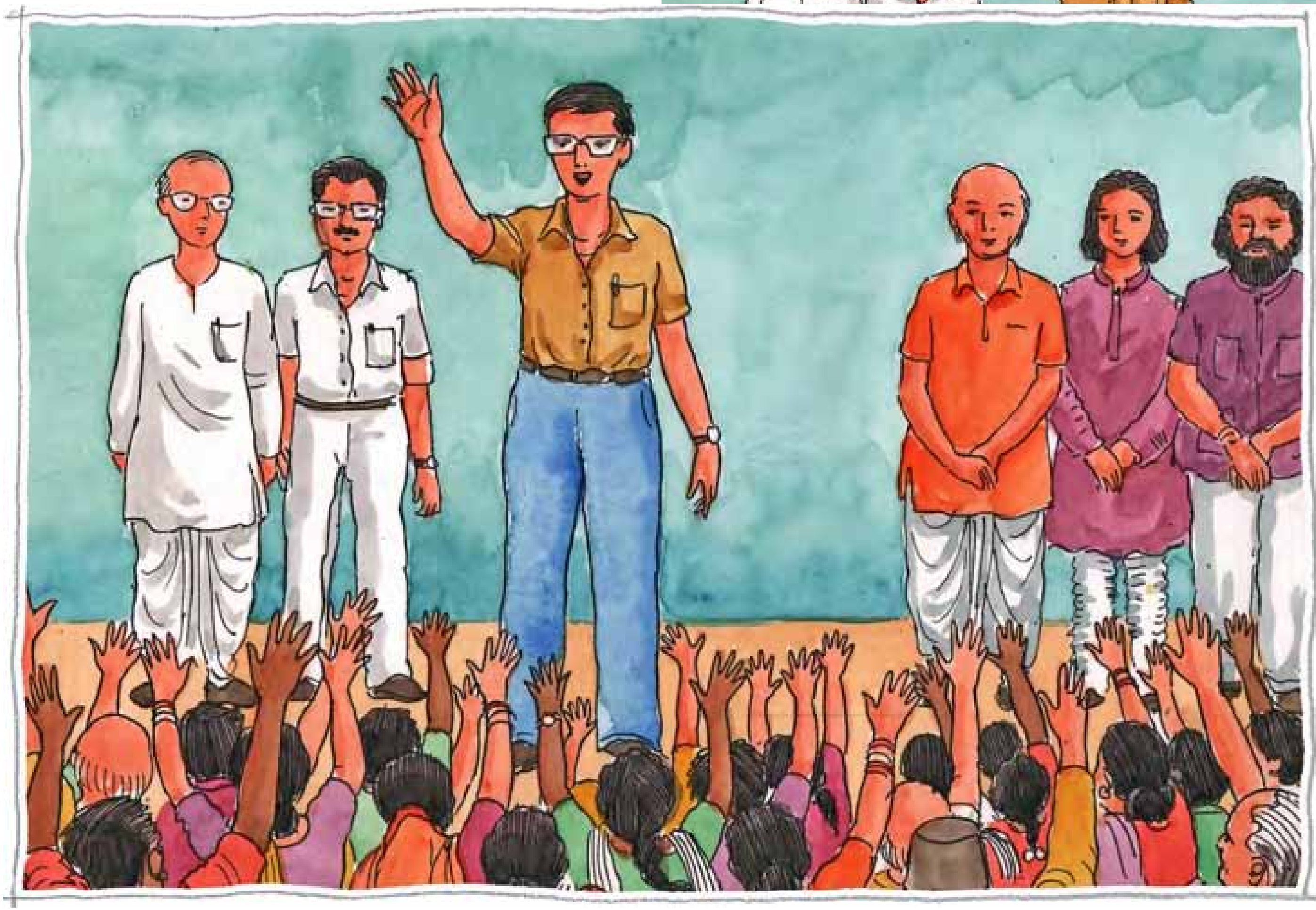

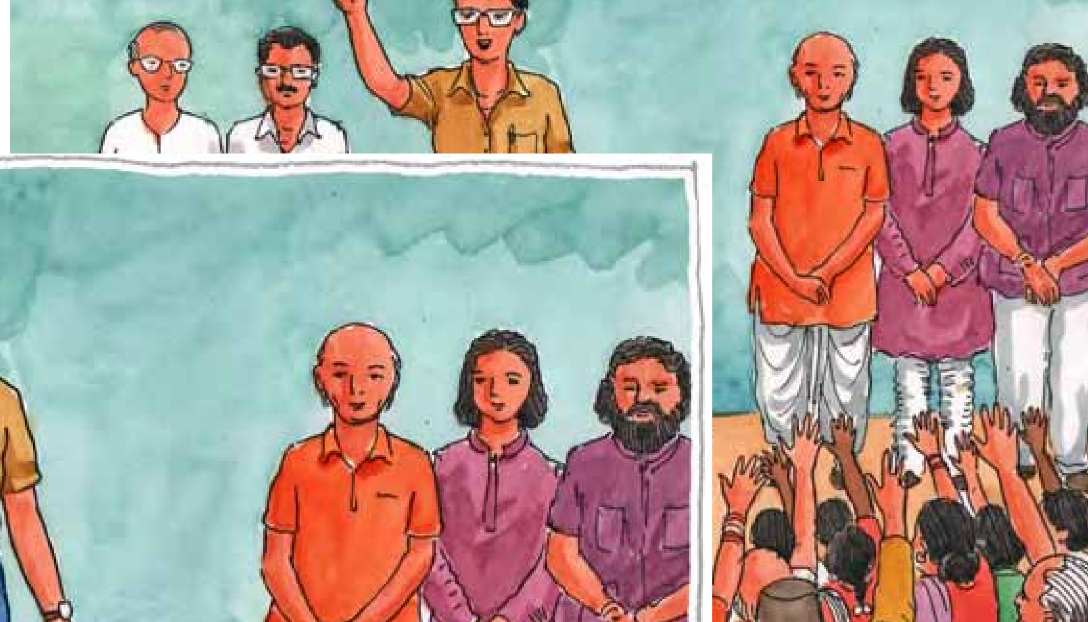

সৃষ্টির এই আনন্দ যজ্ঞে
যিনি প্রধান সেনাপতি,
সেই আদর্শবাবু কিছু কথা
বলার জন্য মঞ্চে
উঠলেন। করতালির
ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস
মুখরিত হয়ে উঠল।

এমন আনন্দের মধ্যেও একটা বিষাদের সুর যেন গ্রাস করল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। কারণ তিনি অন্য স্কুলে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। অন্য জেলায় তাঁর বদলির অর্ডার এসে গেছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দিতে উঠলেন প্রধান।

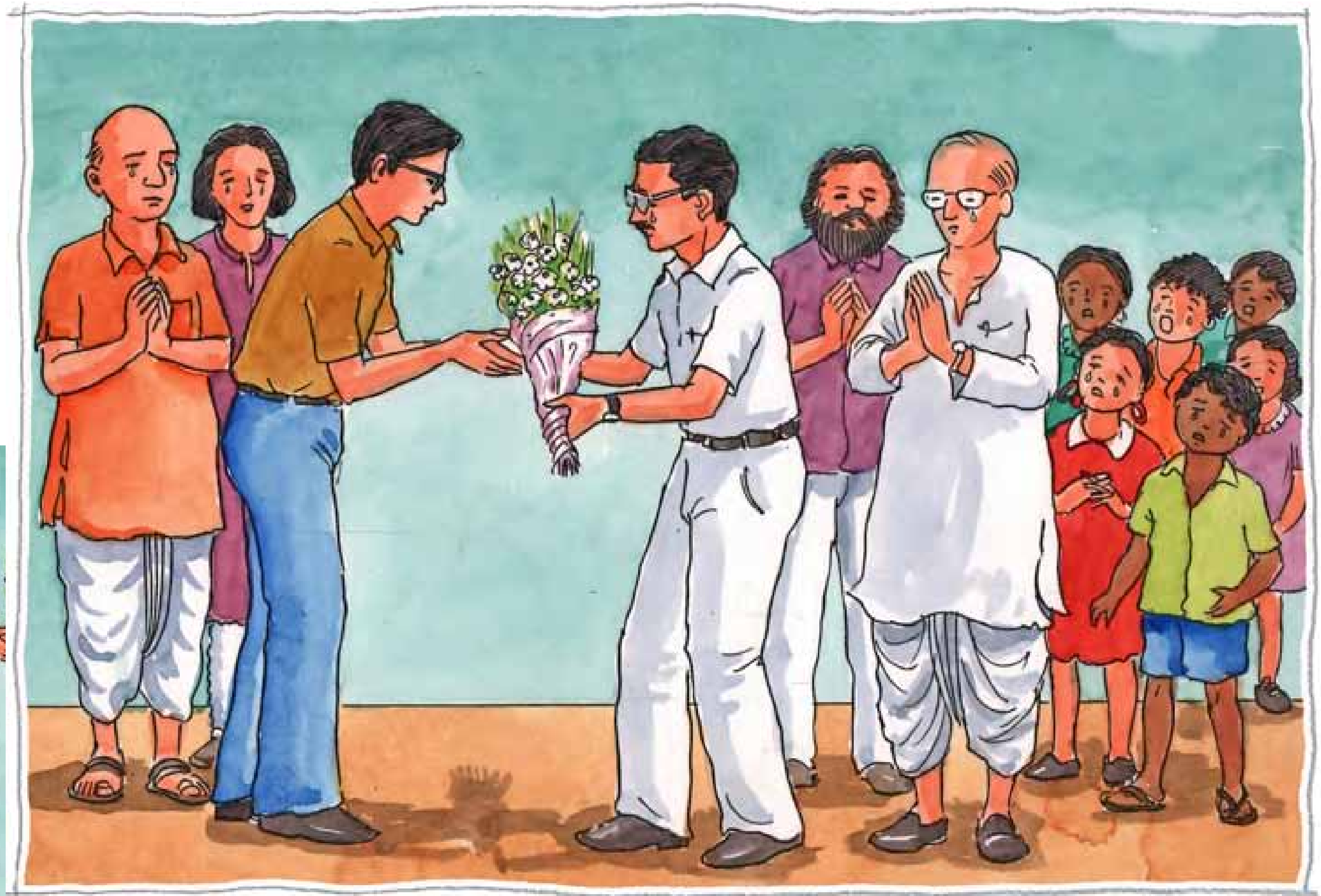

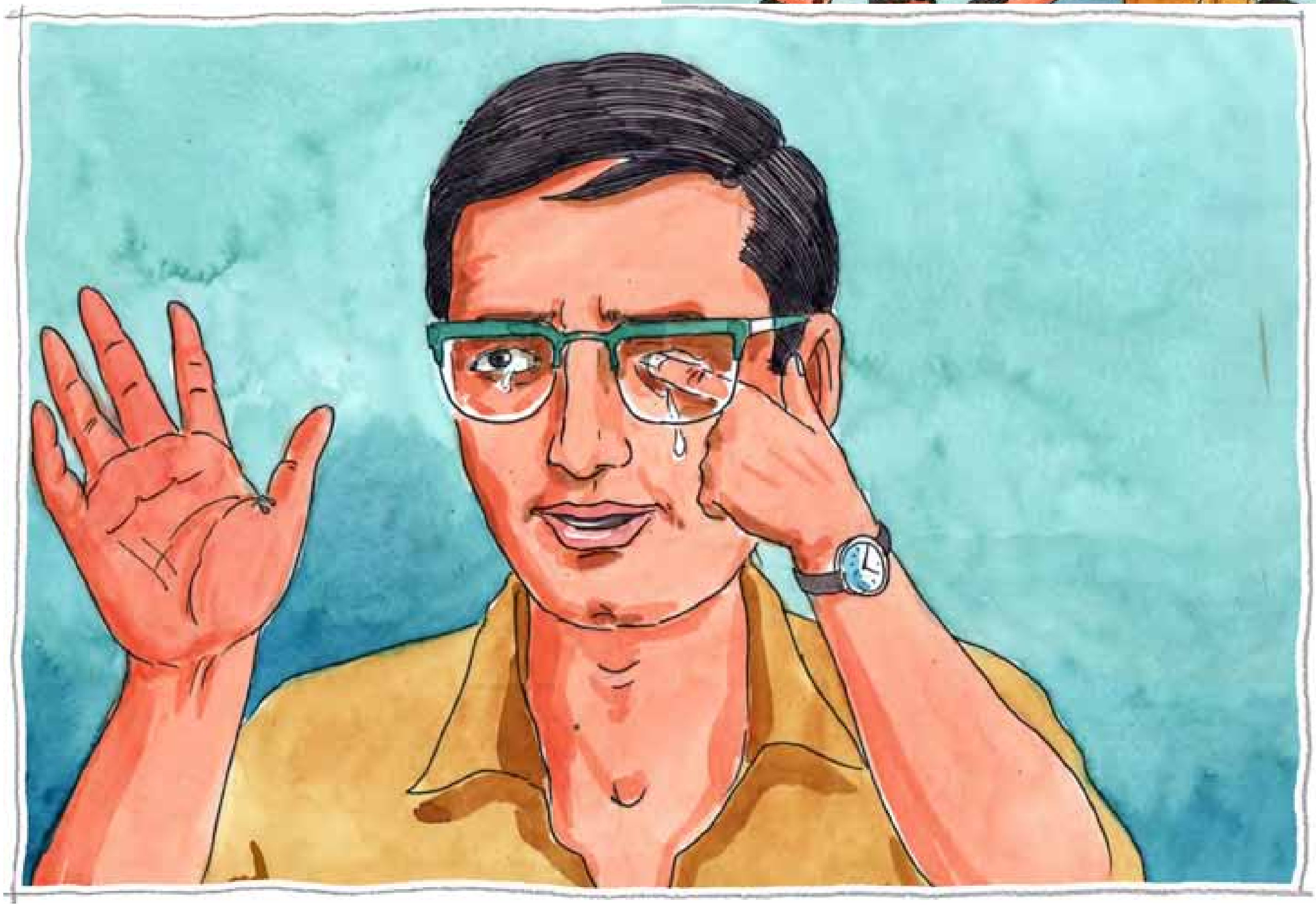

অশ্রুসিক্ত চোখে
ভারাক্রান্ত কণ্ঠে
আদর্শবাবু বলেন,
“সকলের সাহায্য ও
উদ্যোগ ছাড়া ক্ষুদেদের
অন্তরে আমি
জীবনশিক্ষার বোধ
জাগাতে পারতাম না।
চেয়েছি শিক্ষা হোক
জীবনকে ঘিরে। গ্রামের
শিঁকড়ের সঙ্গে যেন যোগ
থাকে অন্তরের।”

আদর্শবাবুর কথা শেষ হলে, হাততালি পড়ল। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুকণায় বাতাস হয়ে উঠল বিষাদময়। তারপর স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীরা এসে আদর্শবাবুকে ঘিরে নাচতে লেগে গেল। আর গাইতে লাগল, “যেতে নাহি দিব।”

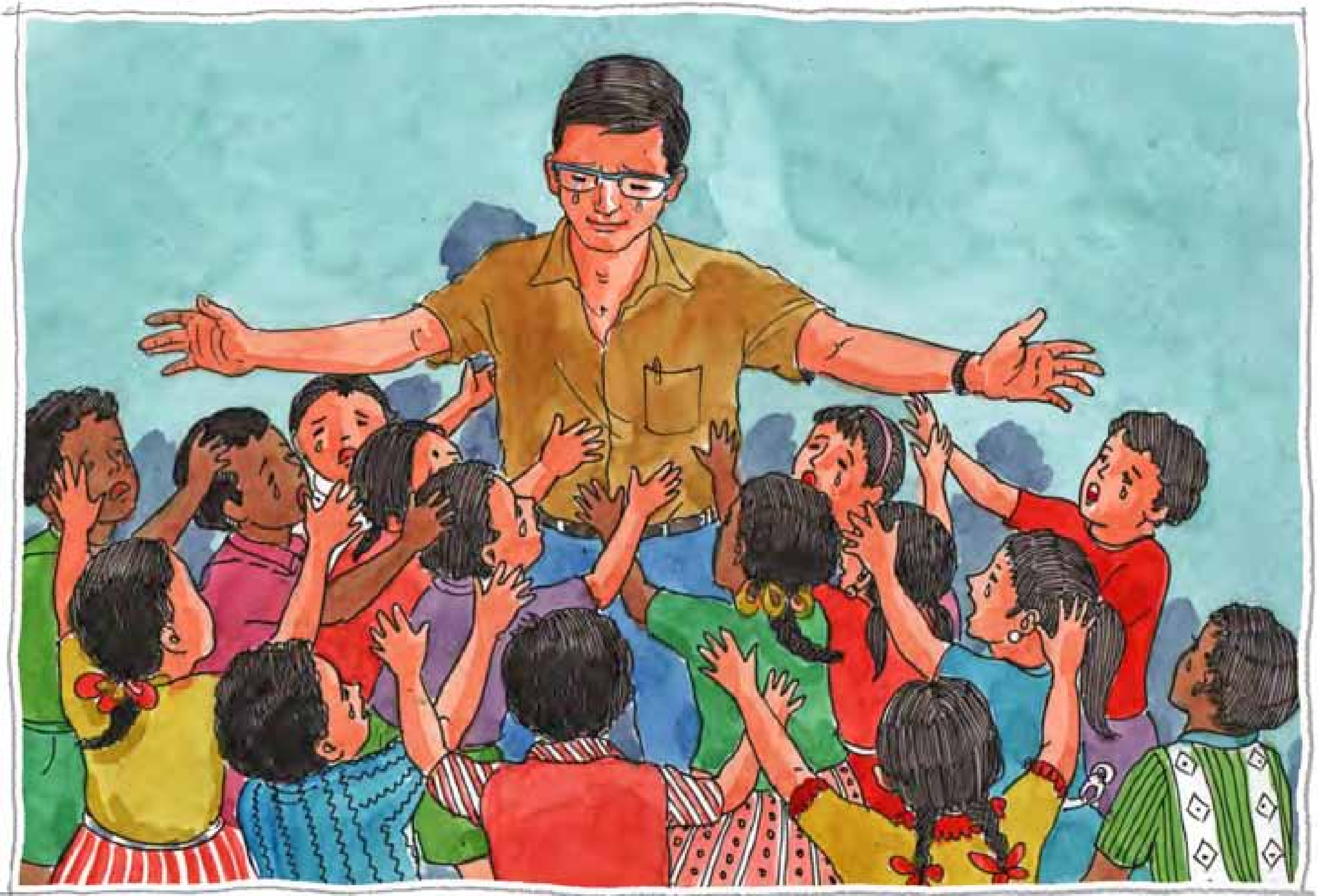

আদর্শবাবুকে ভুলতে না পেরে তাঁর বিদায়ের কথা শুনে ছুটে আসেন এক মহিলা। মঞ্চে উঠে তিনি তাঁর পা জড়িয়ে কেঁদে বলেন, “আপনি ওদের শুধু শিক্ষাই দেননি, মানুষের মতো বাঁচতেও শিখিয়েছেন। আজ আমারাও এই স্বপ্ন দেখি, তাই আপনাকে ভুলব কীভাবে”।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আদর্শবাবু মহিলাকে বলেন, “ছেলেমেয়ে ও আপনাদের মাঝেই আমি বেঁচে থাকব। আর কবিগুরুর ভাবনায় বললে বলতে হয়, সেখানেই মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয়, যেখানে সর্বকালের সব মানুষকে নিয়ে হয়”। এই বলে নেমে যান মঞ্চ থেকে।

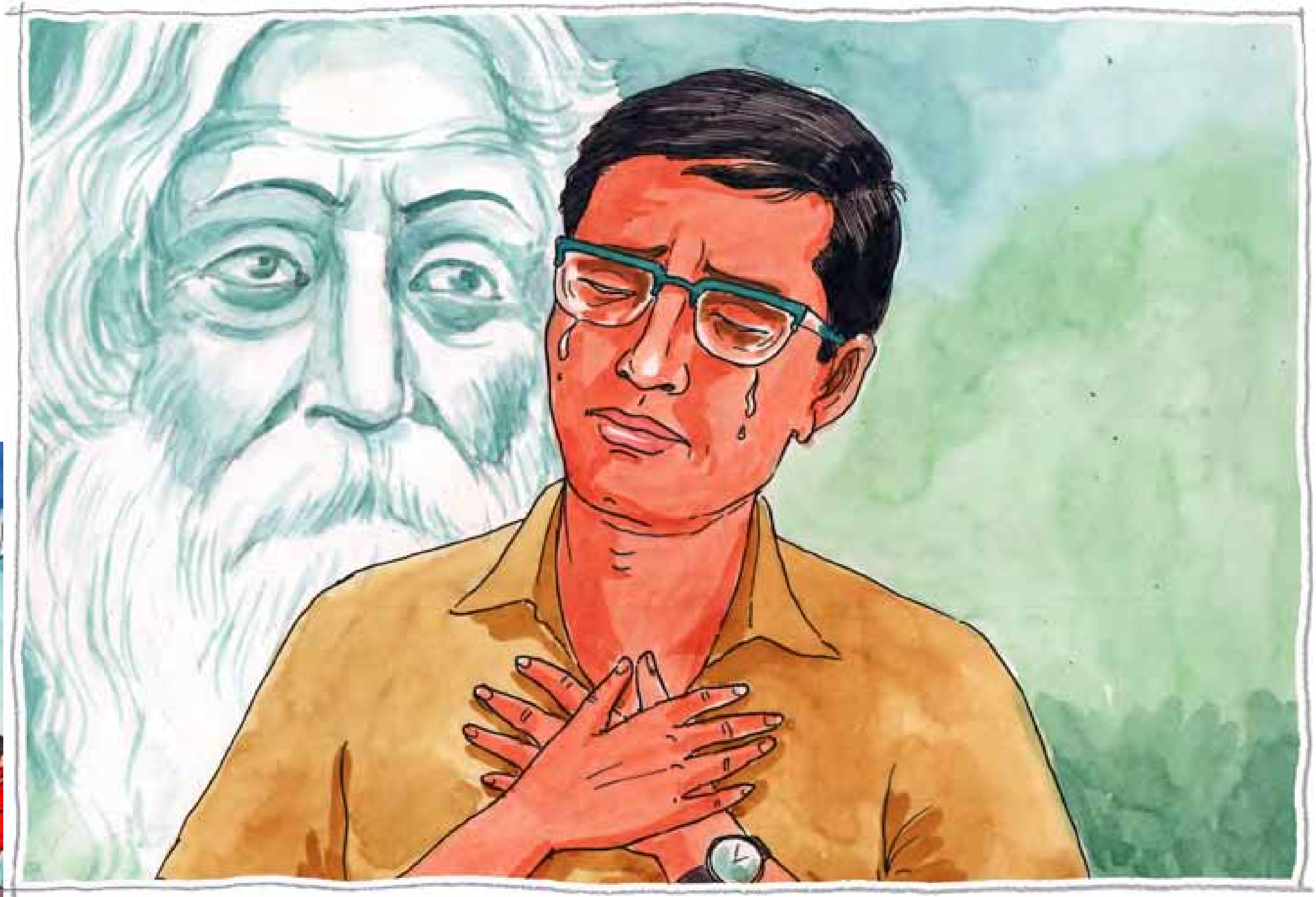

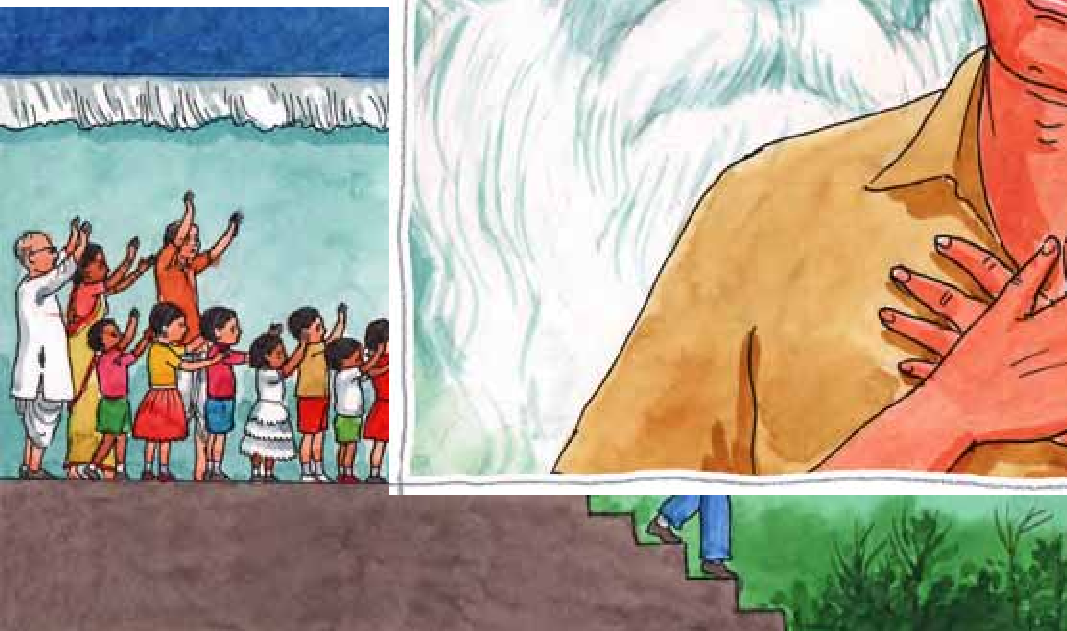

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, “শিক্ষার সব কিছুই আজ নতুন করে ভাবতে হবে। আজ যারা শিক্ষা নিয়ে ভাবছেন, কাজ করছেন তাদের কাছে আদর্শবাবু এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে গেলেন”।

শেষ হল সৃজন মেলা, কিন্তু শুরু হল নতুন করে পথচলা। এই সৃজন মেলার মধ্য দিয়ে আদর্শবাবু যে সুর বেঁধে দিয়ে গেলেন আকাশে-বাতাসে তাই আজ দূর থেকে দূরান্তে ছড়িয়ে যেতে লাগল...

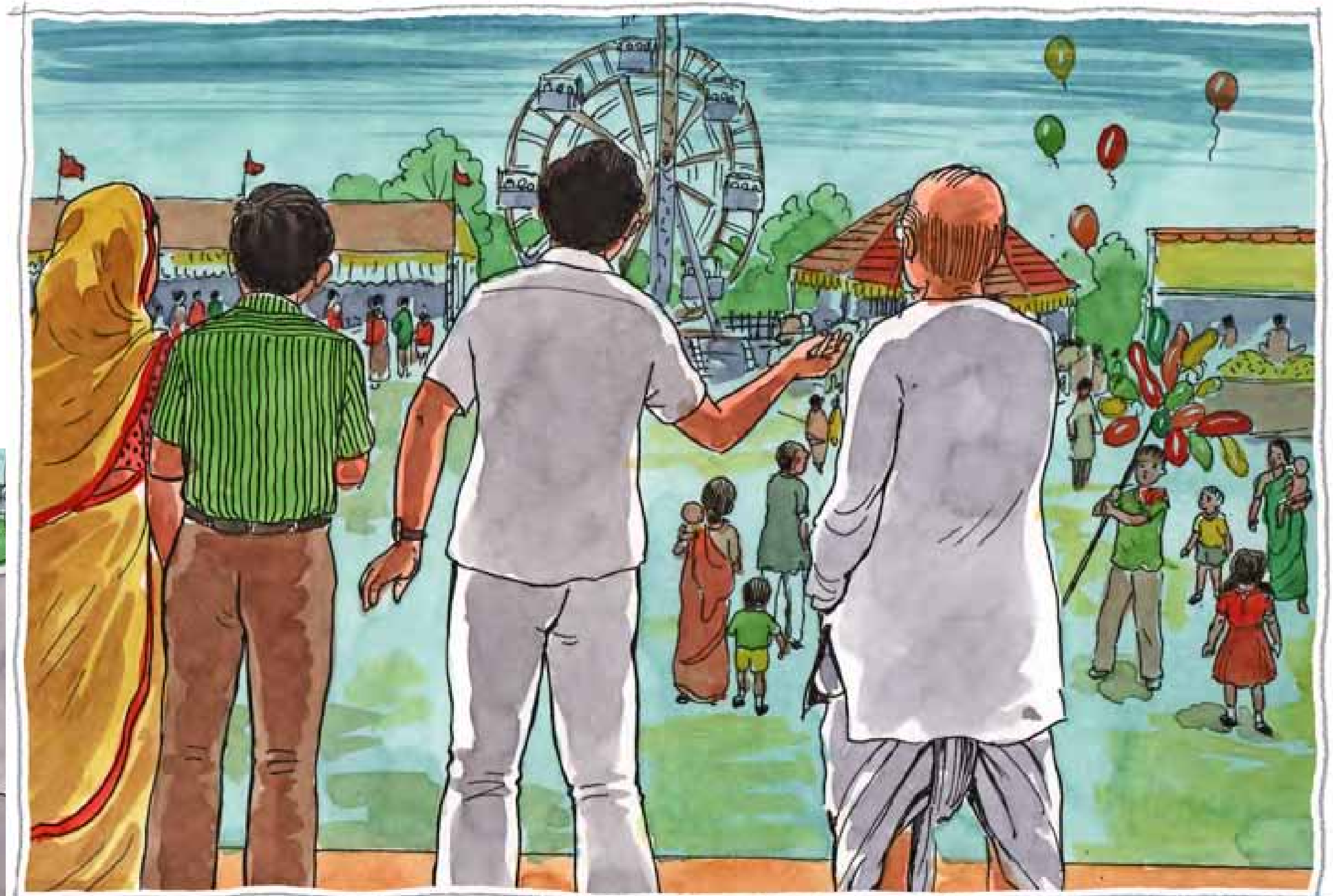

‘...মানুষের কাছে যাও
তাদের মধ্যে থাকো
মানুষের কাছ থেকে শেখো
তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো
মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।
মনে রেখো, ...ভালো নেতা সেই
যার কাজ শেষ হয়ে গেলে
মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।’

AHEAD Initiatives

Addressing Hunger, Empowerment and Development

32/6, Gariahat Road South, Kolkata- 700 031
West Bengal, India, Call: +9133 4067 0369
e-mail: ahead@aheadinitiatives.in
www.aheadinitiatives.in